সমকালীন ভ্রান্ত মতবাদ-৩

নবুওয়াতের সমাপ্তি
ও কাদিয়ানি ষড়যন্ত্র

শাইখ মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি

উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি
অনূদিত

﴿ يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴾

"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের নিকট
ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।"

[সূরা ফজর, ৮৯ : ২৭-২৮]

শাইখ মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি رحمه الله

প্রাক্তন সদরুল মুদাররিসিন ও শাইখুল হাদীস

দারুল উলুম দেওবন্দ

অনুবাদ

উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি

সম্পাদনা | **জোজন আরিফ**

নিরীক্ষণ | **নাজমুল হক সাকিব**

নবুওয়াতের সমাপ্তি ও কাদিয়ানি ষড়যন্ত্র

শাইখ মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি ﷺ
প্রথম সংস্করণ : জমাদিউল উলা ১৪৪১ হিজরি / জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক

ফজর পা ব লি কে শ ন

ফোন : ০১৯ ৬৯৩ ৪৩৩ ৯৩।

ই-মেইল : fajr.publication.BD@gmail.com

facebook.com/Fajr.Publication.BD/

প্রকাশনা : ৩

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

মূল্য: ৭০ টাকা

প্রধান পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান :

মাকতাবাতুল ইসলাম

১১/১, ইসলামি টাওয়ার, ২য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন : ০১৯১১ ৪২৫ ৬১৫।

মাকতাবাতুন নূর

১১/১, ইসলামি টাওয়ার, ২য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন : ০১৯৭১ ৯৬০ ০৭১।

অনলাইন পরিবেশক : সিজদাহ.কম

Finality of Prophethood & Qadiani Conspiracy written in Urdu by Shaikh Mufti Saeed Ahmad Palonpuri, translated in Bengali by Ubaydullah Asad Qasemi, edited by Jojon Arif, examined by Nazmul Haque Sakib, published by ***Fajr Publication***, Dhaka, Bangladesh. First Edition in January 2020.

অর্পণ

যার সান্নিধ্যে ও শিষ্যত্বে বোধ করেছিলাম জীবনপথের ভাবোদ্দীপনা, পেয়েছিলাম হাদীসের সুরভি সুবাস, যার কাছে এখনো পাই হৃদ্যতা, ভালোবাসা, প্রণয় ও স্বপ্নসাধ, হযরতুল উস্তায মাওলানা শামসুদ্দিন সাহেব শাইখ দুর্লভপুরি হাফিযাহুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তার মতো বটবৃক্ষদের ছায়া আমাদের উপর প্রলম্বিত করুন, আমীন।

উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি

গ্রন্থসূচি

অনুবাদকের কথা

কাদিয়ানি মতবাদ একটি কুফুরি মতবাদ। ইতিহাসের ভীত বিহ্বল একটি ফিতনার নাম। এ ব্যাপারে হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহিমাহুল্লাহর স্পৃহা আমাদের জন্য প্রদীপস্বরূপ। আমাদেরকেও সেই স্পৃহা নিয়ে ফের ময়দানে নামতে হবে।

হযরত মাওলানা শামসুল হক আফগানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহিমাহুল্লাহ মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে নিজের পালংক দারুল উলুম দেওবন্দের জামে মাসজিদ প্রাঙ্গণে আনতে বললেন। আনা হলো।

তিনি সমস্ত ছাত্র এবং শিক্ষকবৃন্দকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা সবাই এবং যারা আমার থেকে হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেছেন, তাদের সংখ্যা দুই হাজারের কাছাকাছি হবে। আমার পঠিত ইসলামিক ইতিহাসের ভিত্তিতে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বলছি, ইসলামের চৌদ্দশত বছরে যত ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে কাদিয়ানি ফিতনা থেকে ভয়ংকর ও স্পর্শকাতর কোনো ফিতনা জন্মলাভ করেনি। আমি আপনাদেরকে বলছি, যদি পরকালীন মুক্তি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশের আগ্রহী হন,তাহলে সমাপন নবুওয়াতের সংরক্ষণের কাজ করুন। কেননা তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ প্রাপ্তির মাধ্যম।

মির্জা কাদিয়ানির প্রতি তোমাদের যত বেশি ঘৃণা হবে, তত বেশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নৈকট্য অর্জন হবে। এ জন্য যে, বন্ধুর শত্রু শত্রু-ই হয় এবং বন্ধুর বন্ধু, বন্ধু-ই হয়। ওই ব্যক্তির প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসীম খুশি হন, যে এই ফিতনার মূলোৎপাটনে নিজেকে উৎসর্গ করে দিবে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি অন্যান্য আমলের তুলনায় এই আমলের কারণে অধিক আনন্দিত হন—যে ব্যক্তি এই ফিতনার শিকড় উৎপাটনে নিজেকে অর্পণ করবে, আমি তার জান্নাতের প্রতিভূ।

সুবহানাল্লাহ! পৃথিবী থেকে বিদায়কালীন সময়েও এই ফিতনা নিয়ে চিন্তাভাবনা! অতঃপর তিনি নিজের ঈমানি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যা কিছু বলেছেন, আজকের ঘটনাবলি এর কী পরিমাণ সত্যায়ন করছে, তা পাঠকবৃন্দ থেকে লুক্কায়িত নয়।

হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহিমাহুল্লাহ নিজের ইলমি বৈঠকে বলতেন, "আমি এই কথা অন্তর্দৃষ্টির আলোকে বলছি যে, হাদীসের খিদমত করাও দ্বীন, কুরআনের খিদমত করাও অনেক তাৎপর্যপূর্ণ খিদমত, তাফসিরের খিদমত করাও অনেক বড় সৌভাগ্য, ফিকহের খিদমত করাও অনেক বড় আশীষ, দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করাও অনেক কল্যাণকর কাজ। কিন্তু নবুওয়াতের সমাপ্তি সংরক্ষণ দু'জাহানের বাদশাহ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তার সংরক্ষণ। বাকি সব তাঁর বাণীর সংরক্ষণ, আমলসমূহের রক্ষণ, কর্মসমূহের যত্ন, তাঁর জীবনবৃত্তান্তের হেফাজত। কিন্তু সত্তার হেফাজত এ সব কিছু থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।

যে ব্যক্তি নবুওয়াতের সমাপ্তি আকিদা সংরক্ষণের জন্য নিতান্তপক্ষে এক ঘণ্টা কাজ করল, নিঃসন্দেহে তার ভাগ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ অর্জন হবে।"[১] এ আশায় বইটির অনুবাদ করা। আল্লাহ তাআলা বইয়ের লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক এবং পাঠক সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন এবং পরকালে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ অর্জনের তাওফিক দান করুন।

উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি

---

[১] *সাপ্তাহিক যরবে মুমিন*, অক্টোবর, ২০০৭, পৃ. ২-৮। লেখাটি পাঠিয়ে বাধিত করেছেন প্রিয় সাদিক আহমাদ কাসেমি আসামি, আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

সম্পাদকের কলমে...

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু ‘আলা রসূলিল্লাহ।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে—কাদিয়ানি ফিতনা। ইহুদি-নাসারাদের ফিতনা সম্পর্কে আমরা মুসলিমরা আগেভাগে সতর্ক থাকলেও কাদিয়ানিদের ব্যাপারে আমরা সেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করি না। এর পেছনে কিছু কারণও আছে। ইহুদি-খ্রিস্টান বা বিধর্মীদের ব্যাপারে মুসলিম হিসেবে আমরা বরাবরই সতর্ক। কেননা, আমরা জানি যে, তারা কাফির, অমুসলিম। কিন্তু কেউ যদি সমাজে ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস ও ফিতনা ছড়ানোর কাজে নিয়োজিত থাকে, আর নিজেকে মুসলিম দাবি করে; তবে তার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা সত্যিই বিচক্ষণতার পরিচায়ক। কাদিয়ানিদের অবস্থাও ঠিক তা-ই। একদিকে তারা নিজেদের মুসলিম দাবি করে সমাজে ভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, অপরদিকে আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর নবী হিসেবে মির্জা কাদিয়ানির আবির্ভাব হয়েছে বলে দাবি করে আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ করছে।

কাদিয়ানি আন্দোলনের উৎপত্তি ও ইতিহাস নিয়ে এ পুস্তিকায় কোনো আলোচনা আসেনি। সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তিকায় সুদীর্ঘ সেই আলোচনার স্থান দেওয়াও সম্ভবপর নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংরেজ উপনিবেশবাদের পরিকল্পনায় ভারতীয় উপমহাদেশে শুরু হয়েছিল ঈমান বিধ্বংসী এই আন্দোলন। কাদিয়ানিদের গোড়াপত্তনের সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং এর সাথে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ও জায়নিজমের যোগসূত্রের প্রকৃত রূপরেখা সম্পর্কে জানতে চাইলে আগ্রহী পাঠকবৃন্দ শহীদ মাওলানা সামিউল হক হাক্কানি ﷺ এর তত্ত্বাবধানে সংকলিত ***কাদিয়ান থেকে ইসরাঈল*** বইটি সংগ্রহ করতে পারেন। বইটি অনুবাদ করেছেন তরুণ আলিম প্রিয় মুখ মাহদি হাসান কাসেমি। সেই বইটিও সৃজনশীল প্রকাশনী **ফজর পাবলিকেশন** থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

আর বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে কাদিয়ানিদের মৌলিক কিছু দাবি। অতঃপর সেগুলোর ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে। কুরআন-হাদীসের আলোকে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর আলোচনা, খাতামুন্নাবিয়্যিনের বিশ্লেষণ, খতমে

নবুওয়াতের প্রকারভেদ এবং কাদিয়ানিরা যে সমস্ত দলিল দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায় সেগুলোর অপনোদন করা হয়েছে। বস্তুত, পুস্তিকা পাঠেই পাঠক মাত্র উপলব্ধি করবেন যে, কাদিয়ানিদের দাবি অসার ও মূর্খতাপূর্ণ বৈ কিছু নয়। তাই আমাদের ঈমানি দাবি হলো, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বইটি পৌঁছে দেওয়া। নিজেদের মুসলিম ভাইবোনদের জাহান্নামের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

পুস্তিকাটি অনুবাদ করেছেন প্রিয় ভাই, তরুণ আলিমে দ্বীন, স্বয়ং শাইখ মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি দামাত বারাকাতুহুমের সোহবতপ্রাপ্ত উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি। যোগ্য মানুষের হাতে অনূদিত হয়েছে বলে সম্পাদনায় আমাকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি, বইয়ের আলোচনাকে যথাসম্ভব পাঠক বান্ধব করে উপস্থাপন করার। এছাড়াও বেশ কিছু স্থানে কুরআনের আয়াতের ও কিছু হাদীসের সূত্র উল্লেখ ছিল না। আমি সেগুলো নিজ দায়িত্বে যুক্ত করে দিয়েছি। বইয়ের বিন্যাসেও সামান্য পরিবর্তন এনেছি। আশা করি, এতে পাঠকবৃন্দের কাছে বইটি সুখপাঠ্য মনে হবে, ইন শা আল্লাহ, বি'ইযনিল্লাহ। অবশেষে বইটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করে দিয়েছেন আমার একান্ত বন্ধু, পরম শ্রদ্ধেয় নাজমুল হক সাকিব ভাই। আল্লাহ তাআলা ভাইকে তাঁর শান অনুযায়ী বদলা দান করুন।

পরিশেষে, আল্লাহ আযযা ওয়াজাল-এর দরবারে আমি বইটির কবুলিয়্যাত কামনা করছি। বইয়ের প্রকাশক, লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, নিরীক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলের জন্যই যেন বইটি হয় নাজাতের উসিলা। কাল হাশরের ভয়াবহ দিনে আমাদের জন্য সুপারিশকারী হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সমস্ত নেক আমলসমূহ কবুল করুন এবং গুনাহসমূহ নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামিন।

রবের করুণা প্রত্যাশী

জোজন আরিফ

২৭ রবিউস সানি, ১৪৪১ /

২৫ ডিসেম্বর, ২০১৯

মাওলানা কারি মুহাম্মাদ উসমান সাহেব মুদ্দাজিল্লুহু-এর অভিমত

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

হিন্দুস্তানের ইসলামি ইতিহাস সাক্ষী যে, উপমহাদেশে যখন-ই কোনো ইসলামের বিপক্ষ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং মুসলিমদের বিপরীত কোনো ফিতনা মাথা উঁচু করেছে, তখন দারুল উলুম দেওবন্দের সন্তানরা বীরত্বের সাথে ময়দানে এসেছেন এবং এসব আন্দোলনের সফল প্রতিরোধ করেছেন।

খ্রিস্টবাদ এবং আরিয়াবাদের নাস্তিকতার ফিতনা হোক, শিয়া এবং বিদআদের স্রোত হোক, হাদীস বা তাকলিদ অস্বীকারের ফিতনা হোক, বাহিরের সকল শত্রপক্ষের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন দারুল উলুমের সন্তানরা। অবশেষে বাতিলের মাথা অবনত করে মুসলিম উম্মাহকে নাস্তিকতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে সংরক্ষণ করেছেন।

আল্লাহর কৃপায় অদ্যাবধি ইসলামরে এই কেল্লা (দারুল উলুম দেওবন্দ) বাতিল খৈলানের প্রতি বিদ্যুৎগতি সম্পন্ন শ্যেন দৃষ্টিকারী হয়ে আছে। সুতরাং, কয়েক বছর পূর্বে দারুল উলুম দেওবন্দের বড়রা অনূভব করলেন যে, কাদিয়ানিদের নাস্তিক্যবাদী ফিতনা নতুন আঙ্গিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, (যাদের মাথা অবনত করার দায়িত্ব হিন্দুস্তান ভাগাভাগির পূর্ব থেকেই আবনায়ে দারুল উলুম সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন।) তখন তারা পুনরায় তাদের মাথা অবনত করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে 'তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত' শিরোনামে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার করে বিদ্বান ও সাধারণ মানুষকে এই ভয়ংকর ফিতনা সম্পর্কে সচেতন করা হয়, যা অনেক ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। এবং কাদিয়ানিদের বিতাড়ন ধারাবাহিক রাখার অভীষ্টে 'তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত, হিন্দুস্তান' অস্তিত্ব লাভ করে।

এরই ধারাবাহিকতায় উচ্চাশা প্রস্তুতির লক্ষ্যে উল্লিখিত সংগঠনের পক্ষ থেকে দারুল উলুম দেওবন্দে ১৩ থেকে ২২ জুমাদাল উলা, ১৪০৯ হিজরি পর্যন্ত, দশ

দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়, যেখানে খ্যাত মুনাজিরে ইসলাম মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইসমাঈল সাহেব কাটকি দামাত বারাকাতুহুম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেন এবং প্রত্যহ কাদিয়ানিদের উত্থান-পতন ও তাদের খণ্ডনের নিয়মপদ্ধতি শিক্ষা দেন। প্রাত্যহিক কোর্সে তিনি ছাড়াও দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষকরা এ বিষয়ের উপর নিজেদের ইলম দ্বারা উপকৃত করেছেন।

সুতরাং বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি হলো দারুল উলুম দেওবন্দের উসতাযে হাদীস ও কুল হিন্দ মাজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াতের সাধারণ ব্যবস্থাপক, হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি জিদা মাজদুহুমের সেই মূল্যবান ভাষণ, যা তিনি কোর্সের শেষ অধিবেশনে দারুল হাদীসের নিচতলায় প্রদান করেছিলেন। এতে তিনি নবুওয়াতের সমাপ্তির মাসআলা এবং ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জীবনবৃত্তান্তের উপর সবিস্তার আলোকপাত করেছেন; এবং কাদিয়ানিদের বক্রতা, প্রতারণা ও ফেরেববাজীর পর্দা উন্মোচন করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। উক্ত বক্তব্যই অডিও রেকর্ড থেকে অনুলিখন করা হয়েছে এবং বিন্যাস ও পরিমার্জনের মাধ্যমে জনসাধারণের উপকারিতার লক্ষ্যে প্রকাশ করা হচ্ছে, দয়াময় আল্লাহ তাআলা এর উপকারিতাকে ব্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ করুন, আমীন।

মুহাম্মাদ উসমান উফিয়া আনহু

ব্যবস্থাপক, কুল হিন্দ মাজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত, দেওবন্দ।

২৪/২/১৪১০ হিজরি।

মুখবন্ধ

মুহতারাম সভাপতি, সম্মানিত মেহমানবৃন্দ, দারুল উলুম দেওবন্দের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলী, বিভিন্ন মাদরাসা থেকে আগত শিক্ষক ও প্রিয় ছাত্রবৃন্দ! আজকের মাহফিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আপনাদের সামনে এসে গেছে। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, বরং নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যেন ***কাদিয়ানিবাদ ও কাদিয়ানিবাদের খণ্ডন*** প্রসঙ্গে প্রিয় ছাত্রদের সামনে কিছু প্রাথমিক কথা পেশ করি, যাতে এ মাসআলা বুঝতে তালিবুল ইলমদের জন্য সহায়ক হয়। আমাকে এ বিষয়ে আপনাদের সামনে কথা বলতে বলা হয়েছে।

দারুল উলুম দেওবন্দের উপস্থিত শিক্ষকমণ্ডলী এবং বাহির থেকে আগত সম্মানিত মেহমান শিক্ষকবৃন্দ আমার সম্বোধিত নয়। আমি যা আরজ করব, তা তাদের সামনে গত দশ দিনের মধ্যে বারবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কাজেই আমার আবেদনসমূহ একমাত্র প্রিয় ছাত্রদের জন্য, বড়রা উদ্দেশ্য নয়।

মির্জা কাদিয়ানির দাবিসমূহ

সর্বপ্রথম মাসআলা হলো: মির্জা কাদিয়ানির দৃষ্টিভঙ্গি ও তার যুক্তিপ্রমাণ কী? তার দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিপ্রমাণ বুঝতে পারলে এর উত্তর প্রদান করা আপনাদের জন্য সহজ হবে। কারণ, কারো দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিপ্রমাণ বুঝতে না পারলে তার জবাব ও খণ্ডনও দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়।

মোটকথা এটাই সর্বপ্রথম ধাপ। এই ধাপের জন্য আমি তার দাবিসমূহ একত্রিত করার কথা ভেবেছি, সামনে খাতা রাখা আছে। এতে কেবল নমুনাস্বরূপ তার ২৫টি দাবি লেখা হয়েছে। এই ২৫টি দাবিই তার সমগ্র দাবি নয়।

কাদিয়ানির ২৫টি দাবি

১. সে বলে, আমি আল্লাহর পিতা।
২. সে বলে, আমি আল্লাহর ছেলে।
৩. সে বলে, আমি আল্লাহর স্ত্রী।
৪. সে বলে, আমি আল্লাহ।
৫. সে বলে, আমি উম্মাত।
৬. সে বলে, আমার কাছে নতুন কিছু আসে।
৭. সে বলে, আমি মুজাদ্দিদ।

৮. আমি মাহদি।
৯. আমি মারইয়াম তনয় মাসিহ।
১০. আমি ছায়া নবী।
১১. আমি প্রকাশিত মুহাম্মাদ।
১২. আমি আল্লাহর রাসূল।
১৩. আমি শেষ নবী।
১৪. আমি নবীদের মুখাবয়ব।
১৫. আমি মুহাম্মাদের অবিকল।
১৬. আমি মুহাম্মাদ থেকে শ্রেষ্ঠ।
১৭. আমি শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
১৮. আমি জয় শিং বাহাদুর।
১৯. আমি মিস্টার গোপাল।
২০. আমি হাজরে আসওয়াদ।
২১. আমি বাইতুল্লাহ।
২২. আমি প্রতিশ্রুত মাসিহ।
২৩. আমি মারইয়াম, আমি ঈসা।
২৪. আমি ফেরেশতা, আমি মিকাইল।
২৫. আমি আল্লাহর সমকক্ষ।

এই হলো তার ২৫টি দাবি। এগুলো কেবল তার মিথ্যা দাবিসমূহের উপমামাত্র, এগুলোকে তার সমস্ত দাবি মনে করবেন না। বরং, এগুলো তার দাবিসমূহের দশমাংশ। এ অবস্থায় আমি আপানাদেরকে কী বোঝাবো? এসব দাবি স্বয়ং গোলকধাঁধা, যা শোনামাত্র মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়!

যা-ই হোক কাদিয়ানি তো নিজের শেষ পরিণতিতে পৌঁছেছে। কিন্তু বর্তমানে যারা তার অনুসারী, তারা তার সম্পর্কে ৩-৪ ধরনের আকিদা পোষণ করে থাকে। তার ব্যাপারে সকল কাদিয়ানির বিশ্বাস এক ধরনের নয়।

১. **কাদিয়ানি মুজাদ্দিদ ছিলেন:** তাদের একটি দল বলে যে, কাদিয়ানি এই উম্মাহর সংস্কারক ছিলেন। তারা তাকে কেবল মুজাদ্দিদ বলে বিশ্বাস করে, এর বেশি কিছু বিশ্বাস করে না।

এই দলকে মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির খলিফারা ধর্মত্যাগী এবং নিজেদের

দল বহিঃস্থ আখ্যায়িত করে, তবুও তারা কাদিয়ানিকে মুজাদ্দিদ হিসেবে মান্য করে।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফাতকালের ঘটনা। তার সামনে কিছু লোককে ধরে আনা হলো। এসব লোক আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করত।[২] তাদেরকে তার সামনে হাজির করা হলে তিনি বললেন, 'হতভাগারা! আমি আল্লাহ নই, আমি আল্লাহর বান্দা।' তারা উত্তর দিল, 'না। আপনিই আল্লাহ।' তিনি তাদেরকে তাওবা করানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করলেও তারা তাওবা করল না। ফলে তিনি তাদেরকে জীবিত পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিলেন। এরপর তাদের সবাইকে জীবিত অবস্থায় দগ্ধ করা হয়। দগ্ধরত অবস্থায়ও তারা বলে, 'আলি আল্লাহ! আলি আল্লাহ! আলি আল্লাহ!' তারা একদিকে দগ্ধ হচ্ছে, আর অপরদিকে 'আলি আল্লাহ! আলি আল্লাহ!' বলছে।[৩]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘটনাটি শোনার পর বলেন, 'আমার সামনে এই ঘটনা ঘটলে আমি তাদেরকে হত্যা করতাম, আগুনে দগ্ধ নয়।' আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কথা শুনে বললেন, 'ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্য বলেছেন।' কারণ, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাসআলা জানা ছিল যে, আগুনে দগ্ধ করা একমাত্র আল্লাহর অধিকার। তিনিই বান্দাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। অন্যদের জন্য কাউকে আগুনে দগ্ধ করা জায়িয নেই। হাদীস শরীফে রয়েছে, 'আগুনের মালিক (আল্লাহ) ছাড়া আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া আর কারো জন্য সংগত নয়।'[৪]

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, যখন তার মাসআলা জানা ছিল, তাহলে তিনি কেন আগুনে দগ্ধ করলেন? এর উত্তর হচ্ছে, তাদের আল্লাহ তো ছিলেন হযরত আলি! আর আল্লাহ আগুনে দগ্ধ করার অধিকার রাখেন। কাজেই তাদের আল্লাহ তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করেছেন।

---

[২] হযরত থানভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি *আশরাফুল জওয়াব* কিতাবে লিখেছেন, 'তাদের কেউ কেউ বলত, 'আমি আল্লাহকে (হযরত আলিকে) মদীনার অলিগলিতে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি!''

[৩] *মিরকাতুল মাফাতিহ,* ৭/১০৪, ধর্মত্যাগী হত্যার অধ্যায়, সেখানে আরও রয়েছে, 'তারা হযরত আলিকেই মাবুদ বলে বিশ্বাস করত।'

[৪] *সুনানু আবি দাউদ,* ২৬৭৫; *মুসনাদু আহমাদ,* ৩৮২৫। (আবু দাউদ হতে বিশুদ্ধ সূত্রে।)

এখানে অভিযোগের কী আছে?[৫]

মোটকথা: যেমনিভাবে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে বোঝানো সত্ত্বেও তারা নিজেদের দৃঢ়বিশ্বাস থেকে সরে আসেনি, তেমনিভাবে সংস্কারকদেরকেও মির্জা কাদিয়ানির খলিফারা ধর্মত্যাগী, নিজেদের দল বহিঃস্থ, ফাসিক ও কাফির আখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের আত্মবিশ্বাসে স্থির হয়ে আছে। অদ্যাবধি তাদের আকিদা হচ্ছে: গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি মুজাদ্দিদ ছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ!)

২. **কাদিয়ানি নবী ছিলেন:** আরেক দলে বলে, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি নবী ছিলেন। শুধু নবীই ছিলেন না, বরং তিনিই শেষ নবী এবং সমস্ত নবী থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। (নাউযুবিল্লাহ!)

৩. **কাদিয়ানি প্রতিশ্রুত মাসিহ ছিলেন:** কাদিয়ানিদের তৃতীয় একটি দল বিশ্বাস করে যে, মির্জা কাদিয়ানি ছিলেন প্রতিশ্রুত মাসিহ। (নাউযুবিল্লাহ!)

কুরআনে মাসিহ عليه السلام এর আলোচনা

কুরআনে কারীমে এবং হাদীস শরীফে হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর আগমনের ওয়াদা করা হয়েছে যে, তিনি কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে আসবেন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ

"আর তিনি কিয়ামাতের নিশ্চয়তার মাধ্যম।"[৬]

অর্থাৎ মাসিহ আলাইহিস সালাম যখন পৃথিবীতে আসবেন, তখন মানুষের মাঝে মহাপ্রলয়ের পাক্কা ইলম থাকবে। তাঁর শুভাগমন কিয়ামাতের পাকাপোক্ত ও স্পষ্ট দলিল। 'কিয়ামাত আসবে কি আসবে না?'—এ প্রশ্নের সমাপ্তি ঘটবে এই

---

[৫] এটা শুধু ছাত্রপনা বিনোদন মাত্র। সঠিক উত্তর হলো, আগুনে দগ্ধ করে শাস্তি প্রদান বৈধ, যদিও অনুত্তম। আল্লামা আলি কারি রহিমাহুল্লাহ *মিরকাতুল মাফাতিহ* গ্রন্থে বলেন, 'আগুন দ্বারা দগ্ধ করা থেকে যদিও নিষেধ করা হয়েছে, যেমনটি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন। তবে কাফিরদের উপর কড়াকড়ি এবং দণ্ড ও জ্বালাতনে আতিশয্য আরোপে তা বৈধ বলা হয়েছে অঙ্গ বিকৃতির মতো। এমনিভাবে প্রয়োজনবোধে আগুনে জ্বালানো জায়িয আছে, যেমন: উত্তপ্ত পানি দ্বারা উঁকুন, ছারপোকা মারা অথবা ভীমরুলের চাক জ্বালানো।'

[৬] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৬১।

পাকাপোক্ত দলিলের মাধ্যমে। যারা কিয়ামাত অস্বীকার করত বা, কিয়ামাত নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ে ছিল, তাদেরও মহাপ্রলয় সম্পর্কে দৃঢ় ইলম হয়ে যাবে।

হাদীসে মাসিহ عليه السلام এর আলোচনা

কুরআনে কারীমে তো মাসিহ আলাইহিস সালাম অবতরণের দিকে শুধু ইশারা করা হয়েছে, কিন্তু হাদীস শরীফে তা বর্ণিত হয়েছে খুব স্পষ্টভাবে। এ ব্যাপারে রয়েছে প্রায় একশত হাদীস।

কাদিয়ানিদের নাপাক চারা মূল থেকে উৎপাটনের ব্যাপারে ইমামুল আসর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহিমাহুল্লাহর সামগ্রিক সাধনা সবচেয়ে বেশি। মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ বিষয়ক সমস্ত হাদীস তিনি *আত-তাসরিহ বিমা তাওয়াতারা ফি নুজুলিল মাসিহ* নামক কিতাবে সংকলন করেছেন।[৭]

অর্থাৎ, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ সম্পর্কিত দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণিত হাদীসসমূহ, যা অবিরাম পারম্পরিকতার প্রান্তে পৌঁছেছে, সে সমস্ত হাদীস সংকলন করেছেন। শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহিমাহুল্লাহর[৮] পাদটীকার সহকারে তা আরব থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রিয় ছাত্রদের উচিত, তা সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করা।

সারসংক্ষেপ হলো: কাদিয়ানিদের তৃতীয় দল বলে, প্রতিশ্রুত মাসিহ-ই হলেন মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি।

৪. **কাদিয়ানি রূপক অর্থে নবী ছিলেন:** আরেক দল বলে, কাদিয়ানি নবী ছিলেন, তবে বাস্তবে নয়, বরং রূপক অর্থে। 'রূপক অর্থে নবী'র প্রকাশরীতি তাদের দৃষ্টিতে গায়রে তাশরিয়ি নবী।

গায়রে তাশরিয়ি নবীর অর্থ হচ্ছে: সে নতুন কোনো শারিয়াত প্রাপ্ত হয়নি। বরং, সে সাবেক নবী দোজাহানের সর্দার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধীনস্ত

---

[৭] এ কিতাবে মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ বিষয়ক ৭৫টি মারফু হাদীস সংকলিত হয়েছে।

[৮] শাইখ আবুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ হালবি রহিমাহুল্লাহ ১৪১৭ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন। তার বিস্তারিত জীবনী পড়তে দেখুন: *ইমদাদুল ফাত্তাহ বিআসানিদা ওয়া মারউইয়াতিশ শাইখ আবদিল ফাত্তাহ*, লেখক: শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আলে রশিদ দামাত বারাকাতুহুম; আরো দেখুন: *সাফহাতুন মিন সাবরিল উলামা আলা শাদায়িদিল ইলমি ওয়াত তাহসিল* এর ভূমিকা, লেখক: শাইখ সালমান আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ দামাত বারাকাতুহুম।

নবী। অন্যান্য লোকদের কাছে তাঁর শারিয়াত পৌঁছানোর জন্য প্রেরিত হয়েছে, তাকে নতুন কোনো আইন প্রদান করা হয়নি। কুরআনের শিক্ষাই মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রেরিত, এটাই হলো গায়রে তাশরিয়ি নবীর অর্থ।

দ্বিতীয় প্রকাশরীতি হলো: ‘জিল্লি নবী’, জিল অর্থ: ছায়া। জিল্লি নবীর অর্থ হলো, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া।

তাদের তৃতীয় প্রকাশরীতি হলো: ‘বারুজি নবী’, বারুজ অর্থ হলো: প্রকাশিত হওয়া। بَرَزَ يَبْرُزُ এর অর্থ: প্রকাশিত হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া।

‘বারুজি নবী’ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো: স্বয়ং নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদিয়ানির রূপ ধারণ করে নতুন অস্তিত্ব গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলাম আহমাদের দেহ ধারন করে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করেছেন। যেমনিভাবে হিন্দুদের বিশ্বাস আল্লাহ তাআলা অবতারের দেহধারণ করেন। (নাউযুবিল্লাহ!)

এই হলো কাদিয়ানিদের প্রকাশরীতি: জিল্লি নবী, বারুজি নবী, রূপক অর্থে নবী এবং গায়রে তাশরিয়ি নবী। আর এটাই হলো তাদের আকিদা। অতএব, এখন আমরা কাদিয়ানির সমস্ত দাবির আলোচনা ছেড়ে তার উম্মাতের তথাকথিত দাবির ব্যাপারে আলোচনা পেশ করব অর্থাৎ,

- সে মুজাদ্দিদ হতে পারে কিনা?
- সে জিল্লি, বারুজি এবং গায়রে তাশরিয়ি নবী হতে পারে কিনা?
- সে বাস্তবিক নবী হতে পারে কিনা?
- এবং এই চারটি দাবির দলিল কী?

তাদের দাবিসমূহ যেমন গড়বড়ে, দলিলও তেমন ডামাডোল। কুমন্ত্রণাই তাদের একমাত্র দলিল, এর বাস্তবতা কিছুই নেই। এ বিষয়ের উপর উলামায়ে কিরাম কিতাব রচনা করেছেন, যা দ্বারা কাদিয়ানির দলিলসমূহের অসারত্ব মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে। সে মুজাদ্দিদ হওয়ার ব্যাপারে আমরা বেশি কথা বলব না। কেননা তাকে মুজাদ্দিদ বিশ্বাস করে, এমন লোকের সংখ্যা অনেক নগণ্য। তাই মূল আলোচ্য বিষয় মাত্র দুটি মাসআলা:

১. কাদিয়ানি নবী হওয়ার দাবি।
২. প্রতিশ্রুত মাসিহ হওয়ার দাবি।

ইসলামের শিক্ষার আলোকে আলোচ্য দুটি দাবি ভুল, স্রেফ মিথ্যা দাবি বৈ কিছু নয়। কাদিয়ানির কথায় সত্যবাদিতার ঘ্রাণ পর্যন্ত নেই। মিথ্যাবাদী মুজাদ্দিদ হয় কীভাবে?

কুরআনে কারীমে সবচেয়ে স্পষ্ট আয়াত, যাতে কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ নেই, তা হলো:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ তাআলা সব বিষয়ে অবগত।"[৯]

এই আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট কী? প্রথমে তা বোঝা আবশ্যক। কেননা এই আয়াতে خَاتَمَ النَّبِيِّنَ (শেষ নবী) শব্দ এসেছে, যা আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট ব্যতিরেকে বোঝা মুশকিল।

উক্ত আয়াতে কারিমা সূরা আহযাবের, এই সুরতে উপর থেকে বিষয়বস্তু হচ্ছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন 'মুতাবান্না' অর্থাৎ সন্তানরূপে গৃহীত পালকপুত্র ছিলেন। যার নাম যায়দ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফাত বোন যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে তার বিবাহ হয়। কিন্তু উভয়ের সামাজিক অবস্থা একরকম ছিল না। কেননা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন কুরাইশ বংশের, আর যায়দ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন দাস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বাধীন করে পালকপুত্র বানালেন। যেহেতু তার মধ্যে দাসত্বের দাগ ছিল এবং যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা উচ্চ বংশের নারী ছিলেন, তাই অনেক জটিলতার পরে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুমে বিবাহ সম্পন্ন হয়।[১০]

---

[৯] সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৪০।

[১০] সূরা আল-আহযাব এর ৩৬ নং আয়াত এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৬।)

কিন্তু এই আত্মীয়তা অটুট থাকেনি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিষণ্ণতা সৃষ্টি হয় এবং দিনদিন অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। এখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক পেরেশান! আল্লাহ না করুক যদি যায়দ তাকে তালাক প্রদান করেন, তাহলে কী হবে? আগে তো অনেক মুশকিলে আত্মীয়তার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এখন যদি যায়দ তালাক প্রদান করে, তাহলে তা যায়নাবের জন্য বাড়তি উদ্বেগের কারণ হবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পালকপুত্রকে বারবার বোঝাতে থাকলেন, যেন কোনোভাবে মধ্যস্থতার পন্থা বের করেন। কিন্তু কাজ হয়নি। এখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে এই চিন্তা গেঁথে গেল যে, তালাকের পর যায়নাবের ব্যাপার জটিল হয়ে যাবে। মানুষ বলবে, দাসের স্ত্রী, তারপরেও তালাকপ্রাপ্তা! এই দাগ দূর করা কীভাবে সম্ভব?

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে একটি ভাবনা ছিল, আল্লাহ না করুক! যদি যায়দ তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে স্বয়ং তিনিই যায়নাবকে বিয়ে করবেন, যাতে তার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায় এবং এই দাগ মোচন হয়ে যায়।

কেননা সে ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফাত বোন, যার সাথে বিয়ে বৈধ। এ কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে ছিল। কিন্তু দুশ্চিন্তা ছিল, যায়দ তো তার পালকপুত্র এবং মানুষ তাকে তাঁর ছেলেই মনে করে। ছেলের স্ত্রীকে বধূ বলা হয় এবং তাকে বিয়ে করা জায়িয নেই। যদিও সে তার বংশগত ছেলে নয়, কিন্তু দুনিয়াবাসী তো তাকে তাঁর ছেলে মনে করত।

তিনি যখন বিয়ে করবেন, না জানি তার ব্যাপারে মুশরিক এবং ইহুদিরা কী কী বাজে কথা রটাবে! তারা মানুষকে বলে বেড়াবে, দেখুন! সে পুত্রবধূকে বিয়ে করেছে, দেখুন! বধূকে বিয়ে করে ফেলেছে। এই চিন্তায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের অন্য কোনো পথ ছিল না। অন্তরের এই কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো কাছে প্রকাশ করেননি।[১১]

অতঃপর এমন হলো যে, একদিন হঠাৎ যায়দ তাকে তালাক প্রদান করলেন। আর

---

[১১] وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ এর ব্যাপারে তাফসিরি যে বর্ননাসমূহ রয়েছে, এ সম্পর্কে মুহাদ্দিস হাফিয ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা এ সব রেওয়ায়তের দিকে কর্ণপাত করি না। কেননা তা বিশুদ্ধ নয়, তাই আমরা তা বর্ণনা করছি না। *(তাফসিরুল কুরআনিল আযীম)*

যায়নাব দিন পূরণ করতে বসলেন এবং তার উপর মানসিক অশান্তির পাহাড় চেপে বসল। কিন্তু ইদ্দত পূর্ণ হতে না হতেই ওহি অবতীর্ণ হলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবহিত করা হলো: আল্লাহ তাআলা আসমানে যায়নাবের সাথে আপনার বিবাহ সম্পন্ন করেছেন।[১২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যেসব দুশ্চিন্তা ও আশংকা ছিল, তা একে একে সামনে আসতে লাগল। মুনাফিকরা পরস্পর কানাঘুষা করতে লাগল। ইহুদি ও মুশরিকরা গণ্ডগোল সৃষ্টি করল যে, দেখুন! সে নিজের বধূকে করে ফেলেছে।

কুরআনে কারীম এ মাসআলাটি স্পষ্ট করেছে এবং এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট করেছে যে, হযরত যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছেলে নয়। আর কাউকে মুখে ছেলে বললেও সে ছেলে হয়ে যায় না। নিম্নোক্ত আয়াতে কারিমা এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আল্লাহর বাণী এরকম:

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ তাআলা সব বিষয়ে অবগত।"[১৩]

অর্থাৎ, আপনি কোনো পুরুষের পিতা নন। অতীতকালেও আপনি কোনো পুরুষের পিতা ছিলেন না। কেননা আপনার যে তিন বা চারজন ছেলে ছিল, তারা ২.৫ বছরের ভেতরে মৃত্যুবরণ করেছে। আপনি কোনো পুরুষের পিতা ছিলেন না। কেননা কোনো ছেলে পুরুষের সীমায় পৌঁছেনি। যেহেতু যায়দ তার ছেলে ছিলেন না, তাহলে তার স্ত্রী যায়নাবকে বিবাহ করা নবীর জন্য বৈধ। এটাই হলো উক্ত আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট।

প্রথম প্রশ্ন: এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, لٰكِنْ ক্ষতিপূরণ অব্যয় আনা হলো কেন? তা অতীতের বাক্য থেকে সৃষ্ট সংশয় দূর করতে আনা হয়ে থাকে। এখানে কোন ব্যাকুলতা ও সংশয় দূর করার জন্য لٰكِنْ ক্ষতিপূরণ অব্যয় আনা হয়েছে?

উত্তর: যখন مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ এর মাধ্যমে পিতা হওয়ার কথা

---

[১২] *তাফসিরুল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবয়িল মাসানি* গ্রন্থে একটি উক্তি এমনও রয়েছে যে, বিয়ে দুনিয়ায় হয়েছে এবং "আমি আপনাকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছি" এ সম্বন্ধ রূপক অর্থে। অর্থাৎ "আমি তাকে বিয়ে করতে আদেশ প্রদান করেছি।" (*তাফসিরুল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবয়িল মাসানি*, আল-আলুসি ﷬)

[১৩] সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৪০।

প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তিনি কারো বংশীয় পিতা নন; তখন কারো মনে ধারণা সৃষ্টি হতে পরে যে, তাঁর থেকে কায়িক পিতার নির্বাসনের মাধ্যমে তাঁর ঈমানি এবং আত্মিক পিতারও বিতাড়ন হয়ে গেছে। অর্থাৎ, কারো মনে সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, তিনি কারো পিতা নন: না কায়িক, না আত্মিক। তাই এই সংশয় দূর করতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ 'হ্যাঁ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।'

এটা হলো মানতিক শাস্ত্রের পরিভাষায় 'সুগরা' ও 'কুবরা'। আপনি বৃদ্ধি করুন, প্রত্যেক নবী নিজ উম্মাহর আত্মিক পিতা হয়ে থাকেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো, তিনি কোনো উম্মাহর শারীরিক বা কায়িক পিতা নন। কিন্তু আত্মিক পিতা অবশ্যই। কেননা, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

বিষয়বস্তুটির স্পষ্টতা অন্যত্র এভাবে করা হয়েছে, وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ "আর নবীপত্নীগণ উম্মাহর মা।"[১৪] অতএব, তিনি পুরো উম্মাহর পিতা।

সারসংক্ষেপ: وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ দ্বারা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মিক পিতা হওয়ার কথা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, তিনি কোন প্রকার উম্মাতের আত্মিক পিতা? উম্মাত তো দুই প্রকার: উম্মাতে দাওয়াত এবং উম্মাতে ইজাবত।

উম্মাতে ইজাবত: যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছেন এবং ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন।

উম্মাতে দাওয়াত: যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত কবুল করেনি। যেমন: ইহুদি, নাসারা, অগ্নিপূজক, সমস্ত মুশরিক, কাফির ও নাস্তিক; যাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে, 'এসো! ইসলামের দাওয়াত কবুল করো এবং ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নাও।' এরা হলো উম্মাতে দাওয়াত।

উত্তর: আমাদের জানা উচিত যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু উম্মাতে ইজাবতের আত্মিক পিতা, উম্মাতে দাওয়াতের রুহানি পিতা নন।[১৫] আর নবীপত্নীগণ স্রেফ উম্মাতে ইজাবতের আত্মিক মা।[১৬]

[১৪] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬।

তৃতীয় প্রশ্ন: এখানে আরও একটি প্রশ্ন জাগে যে, অতীতের উম্মাতের ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী তাদের আত্মিক পিতা নন?

উত্তর: وَ خَاتَمَ النَّبِيّنَ তে এই প্রশ্নের সমাধান রয়েছে যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবীদের 'খাতাম'। খাতামের ব্যাখ্যা সামনে আসছে যে, সমস্ত নবীদের নবুওয়াত তাঁর নবুওয়াতের বরকত। সকল নবীদের নবুওয়াত যেহেতু তাঁর বরকতে মিলেছে, তাহলে তিনি সমস্ত নবীদের রুহানি পিতাও বটে। প্রত্যেক নবী নিজ উম্মাতের আত্মিক পিতা হন। সুতরাং, তিনি সমস্ত উম্মাতের আত্মিক দাদা। কেননা তিনি যেমনি উম্মাতের নবী, তেমনি নবীগণেরও নবী।

খাতামুন্নাবিয়্যিনের বিশ্লেষণ

وَلٰكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ এর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল এবং উম্মাতে ইজাবতের আত্মিক পিতা। কিন্তু দ্বিতীয় টুকরো وَ خَاتَمَ النَّبِيّنَ এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক।

সর্বপ্রথম 'খাতাম' শব্দটি খেয়াল করুন। এর শব্দমূল হলো: خَتْمٌ ، خَتَمَ ، يَخْتِمُ বাবে ضرب থেকে এসে থাকে। خَاتَمٌ 'তা' এ যেরের সাথে 'ইসমে ফে'ল' (কর্তা বিশেষ্য) এর শব্দরূপ এবং خَاتِمٌ 'তা' এ যবরের সাথে 'ইসমে আলা' (যন্ত্র বিশেষ্য)।

প্রথম শব্দের অর্থ হলো: সমাপ্তকারী, পূর্ণকারী, অবসানকারী এবং দ্বিতীয় শব্দের অর্থ হলো: ঐ যন্ত্র, যা দ্বারা কোনো বস্তুর উপর সীলমোহর মারা হয়। আপনি একে সীলও বলতে পারেন, যা মেশিন দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। এখন চিন্তা করুন! উভয় অর্থ থেকে মূল অর্থ কোনটি।

বিন ফারিস রহিমাহুল্লাহ অনেক বড় ভাষাতত্ত্ববিদ। তার কিতাব *মুজামু মাকায়িসুল*

---

[১৫] হযরত আকাদ্দাস মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম সাহেব নানুতাভি রহিমাহুল্লাহর প্রসিদ্ধ কিতাব *আবে হায়াত* এ স্পষ্টভাবে এসেছে যে, "রুহানি পিতার ভিত্তি হলো ঈমানি কাঠামো। আর ঈমানি কাঠামোর অস্তিত্ব শুধু মুমিন এবং নবীর মধ্যে পাওয়া যায়। নবী এবং উম্মাতে দাওয়াতের মধ্যে এই ঈমানি কাঠামোর অস্তিত্ব নেই। তাই তিনি তাদের আত্মিক পিতা নন।

[১৬] শুধু পুরুষদের মা, নারীদের নয়।

লুগাহ (৬ খণ্ডে প্রকাশিত)[১৭]। এই কিতাবের বিষয়বস্তু হলো: তিনি এতে একটি শব্দমূল হাতে নিয়ে এর মূল অর্থ বলেছেন, অতঃপর রূপকধর্মী অর্থ বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও বৃহৎ ব্যুৎপত্তি হিসেবে শব্দমূলসমূহের পরস্পর অর্থের তারতম্যও বলেছেন।

এতে তিনি خَتَمَ يَخْتِمُ এর অর্থ লিখেছেন, কোনো বস্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছা। ختمت العمل : আমি কাজ পূর্ণ করেছি, ختم القارئ السورة : আবৃত্তিকারী সুরত পূর্ণ করেছে। এটাই হলো শব্দটির মূল অর্থ।

অতঃপর উলামায়ে কিরাম বলেছেন, সীলমোহর করাকে 'খাতাম' এজন্য বলা হয়েছে যে, যখন কোনো লেখনী সম্পন্ন করা হয়, তখন শেষে সীলমোহর লাগানো হয়। তাই সীলকেও 'খাতাম' বলা হয়।

তিনি লিখেছেন, বাকি থাকল 'খাতাম' শব্দটি, তা হলো কোনো বস্তুর উপর সীল লাগানো। কেননা কোনো বস্তুর উপর তখনই মোহর মারা হয়, যখন তা পূর্ণ ও সংকুচিত হয়ে যায়। خَاتَمٌ এই শব্দমূল থেকে এসেছে, কারণ, এর মাধ্যমে সীলমোহর করা হয়। শাব্দিক বিশ্লেষণের পর এবার নতুন বিষয়ের সূচনা করছি, যা খানিকটা জটিল। তাই মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

পুরো পৃথিবীতে দুই প্রকারের বস্তু রয়েছে, সমগ্র দুনিয়া পুনর্বিচার করে দুই ধরনের বস্তু সামনে আসে: জাত (সত্তা) এবং সিফাত (বিশেষণ)। যেমন: কাগজ এবং কাগজের সাদা রং। সাদা রং হলো বিশেষণ এবং কাগজের অস্তিত্ব হলো সত্তা। বিশেষণ আবার দুই প্রকার:

এক. সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। দুই. নশ্বর, যা সত্তাহীন। যেমন: প্রভাতের সূর্যের আলো 'দারে জাদিদ'[১৮] এর দেয়ালে পতিত হয় এবং আলো শিক্ষাঙ্গনেও এসে থাকে। শিক্ষাঙ্গনের এই আলো সত্তা বা জাতিগত নয়। না হয় বাতি জ্বালানোর প্রয়োজন কী? বরং তা নশ্বর আলো। আর আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, দেয়ালে পতিত আলো সত্তাগত। শিক্ষাঙ্গনে যা আসছে, তা বাহিরের আলোর প্রতিফলন। সুতরাং, সামনের তিনটি দরজা বন্ধ করে দিলে শিক্ষাঙ্গন এখনই অন্ধকার হয়ে যাবে। অর্থাৎ

---

[১৭] আহমাদ বিন ফারিস কাজভিনি রাযি রহিমাহুল্লাহ ৩৯৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন, বইটি আবদুস সালাম মুহাম্মাদ হারুন এর তাহকিকে দারুল ফিকার থেকে ১৩৯৯ হিজরি সনে প্রকাশিত হয়েছে।
[১৮] দারুল উলুম দেওবন্দের নতুন ত্রিতল ছাত্রাবাস ভবনকে 'দারে জাদিদ' বলা হয়।

এই আলো নশ্বর। দেয়ালে পতিত আলো নিয়ে গবেষণা করলেও বোধ হয়, সেটাও সত্তাগত নয়। কেননা সত্তাগত হলে তো সেই আলো স্থায়ী হতো, বরং তাও নশ্বর। কেননা তা সূর্যের আলো থেকে আসছে।

নীতিকথা

একটি নীতি স্মরণে রাখুন! বিশেষণ নশ্বর হলে, তা কোনো বিশেষণযুক্ত সত্তায় পৌঁছে সমাপ্ত হয়ে যায় এবং বিশেষণযুক্ত সত্তা থেকে সীমালঙ্ঘন করতে পারে না। যেমন: দেয়ালের পেছনের ছায়া সূর্যের ঢল। অথচ সূর্যের আলো সত্তাগত।

কেউ যদি বলে, সূর্যের আলো সত্তাগত না, অন্য কোথাও থেকে আগত। তাহলে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করব, 'কোথা থেকে আগত?' অতঃপর আলোর এই উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন করব যে, 'এতে আলো এসেছে কোথা থেকে?' মোটকথা: শয়তানের এই কুমন্ত্রণা কোথাও গিয়ে স্তিমিত হবে কিনা? যদি না থামে, তাহলে পরম্পরা যথোচিত হবে, যা অসম্ভব। আর যদি থামে, তাহলে সূর্য ব্যতিরেকে আমরা একেই বিশেষণযুক্ত সত্তা বলে বিশ্বাস করব।

এখন লক্ষ্য করুন! নবুওয়াত কোনো সত্তার নাম নয়, নবুওয়াত বিশেষণের নাম এবং নবী 'জাত মাআল ওয়াসফ' তথা বিশেষণের সাথে সত্তার নাম। অর্থাৎ নবী ওই ব্যক্তি, যিনি নবুওয়াত বিশেষণের সাথে বিশেষিত। আর নবুওয়াত শুধু বিশেষণের নাম। আদম আলাইহিস সালাম থেকে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রেরিত সবাই নবী এবং যারা রাসূল, তারাও নবী। কেননা রাসূল নবী থেকে বিশিষ্টতর এবং নবী ব্যাপকতর। ব্যাপকতর সর্বদা বিশিষ্টতরের সাথে বিদ্যমান থাকে। যেমন: মানুষ প্রাণী থেকে বিশিষ্টতর এবং প্রাণী ব্যাপকতর। কাজেই যে মানুষ হবে, সে অবশ্যই প্রাণী। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাসূল, তিনি অবশ্যই নবী।[১৯]

---

[১৯] নবী ও রাসূলের পরস্পর 'উমুম খুসুস মুতলাক'-এর এ সম্বন্ধ শুধু মানুষের বিবেচনায়। অর্থাৎ, নবী ব্যাপকতর এবং রাসূল বিশিষ্টতর। আর ফেরেশতাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিলে 'উমুম খুসুস মিন ওয়াজহিন'-এর সম্বন্ধ হয়ে যাবে। এতে তিনটি দফা এভাবে বের হবে: মূসা আলাইহিস সালাম রাসূলও, এবং নবীও *(মাদ্দায়ে ইজতিমা)*, বনি ইসরাঈলের নবীগণ শুধু নবী *(প্রথম মাদ্দায়ে ইফতিরাক)* এবং জিবরিল আলাইহিস সালাম স্রেফ রাসূল। *(দ্বিতীয় মাদ্দায়ে ইফতিরাক)*

চিন্তা করুন! নবীদের সংখ্যা লক্ষের চেয়েও অধিক।[২০] তারা সবাই নবুওয়াত বিশেষণের সাথে সত্তাগতভাবে বিশেষিত না নশ্বরগতভাবে? নাকি কিছু সত্তাগত এবং কিছু নশ্বরগত? সবাই যে সত্তাগতভাবে বিশেষিত এই সম্ভাবনা উপলব্ধযোগ্য নয়। এমনিভাবে সবাই নশ্বরগতভাবে বিশেষিত, তাও বোধ হয় না। নিরুপায় আমরা মানতে বাধ্য যে, তাদের মধ্যে থেকে কোনো একজন সত্তাগতভাবে বিশেষিত এবং অবশিষ্ট নবীদের নবুওয়াত এই সত্তাগত বিশেষণের নবুওয়াতের প্রতিবিম্ব ও বরকত।

خَاتَمَ النَّبِيِّنَ। খাতামুন্নাবিয়্যিনে এই বিষয়বস্তুই বলা হয়েছে যে, তাঁর নবুওয়াত সত্তাগত এবং অন্যান্য নবীদের নবুওয়াত তাঁর নবুওয়াতের বরকত। যেখানে তাঁর বরকত পৌঁছেছে, সে নবুওয়াতের বিশেষণে বিশেষিত হয়েছে, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীদের নবুওয়াতের উৎস। তাঁর নবুওয়াতের বরকতে সমস্ত নবীদের নবুওয়াত অস্তিত্ব লাভ করেছে।

অতএব, সমস্ত নবীদের নবুওয়াত—তিনি রাসূল হোন বা নবী—সমাপন (সর্বশেষ) নবীর বরকত। বোঝা গেল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত সত্তাগত। আর অন্যান্য নশ্বরগত বিশেষিতদের ধারাবাহিকতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে-এর সত্তায় এসে সমাপ্ত হয়ে যায়, তাই তিনিই সর্বশেষ নবী।

দীর্ঘ এই আলোচনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: কাদিয়ানির উম্মাতরা হযরত আকাদ্দাস মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব নানুতাভি রহিমাহুল্লাহর পাঠাংশ কাটছাঁট করে মানুষকে ধোঁকা দিতে চায়। এজন্য আমাদের ছাত্রদেরকে প্রথমে হযরত নানুতাভি রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য আয়ত্ত করতে হবে।

হযরত নানুতাভি রহিমাহুল্লাহ বলেন, *“সমস্ত নবীদের নবুওয়াত তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের বরকত, এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। সাধারণ মানুষ, যারা শেষ নবী দ্বারা শুধু এ অর্থ করেন যে, তিনি সমস্ত নবীদের*

---

[২০] নবী-রাসূলগণের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বলা যায় না। মুসনাদু আহমাদ-এর একটি দুর্বল বর্ণনায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের সংখ্যা এসেছে। কিন্তু যেহেতু আকিদার ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, তাই তা দৃঢ়তার সাথে বলা যাবে না। বাকি দুই লক্ষ চব্বিশ হাজারের বর্ণনার কোনো হদিস নেই। বিস্তারিত দেখুন: মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি জিদা মাজদুহুম, *দেওবন্দিয়াত ও আমরা*, পৃ. ১৫৩।

পরে প্রেরিত হয়েছেন, তারা এর বিশুদ্ধ মর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি। কেননা শুধু ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করা কোনো রূপ পূর্ণাঙ্গতা নয়।"

তিনি এ কথা *তাহজিরুন নাস* এ লিখেছেন। বইয়ের প্রারম্ভে তিনি লিখেছেন, "সাধারণ লোকের ধারণা, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী হওয়ার অর্থ হলো: তাঁর যুগ অতীতের নবীদের যুগের পরে এবং তিনি সকলের শেষে প্রেরিত নবী। কিন্তু বুদ্ধিদীপ্তদের কাছে এ কথা স্পষ্ট যে, সাময়িক পেশ ও মুলতবি-করণে সত্তাগত কোনো উপকারিতা নেই।"[২১]

এরপর তিনি লিখেছেন, "খাতাম শব্দের ব্যাপকতা এ কথা নির্দেশ করে যে, সকল নবীদের নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতে সমাপ্ত হয়েছে। যেমন: উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ শব্দ দ্বারা অতীতের নবীগণ নবুওয়াত বিশেষণের ক্ষেত্রে তাঁর মুখাপেক্ষী হওয়া প্রমাণিত হয়। আর (নবুওয়াত বিশেষণের ক্ষেত্রে) তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। অতীতের নবীগণ হোন বা অন্য কেউ, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম-এর যুগেও এই জমিনে বা অন্য কোনো জমিনে বা আসমানে কোনো নবী ছিলেন, তাহলে তিনিও নবুওয়াতের এই বিশেষণে তাঁরই মুখাপেক্ষী হবেন এবং তাঁর নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা সর্বাবস্থায় তাঁর উপরই সমাপ্ত হবে। কেন-ই বা হবে না, আমলের ধারাবাহিকতা তো ইলমের উপরই সমাপ্ত হয়ে থাকে। যদি মানুষের জন্য সম্ভাব্য ইলম সমাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে ইলম ও আমলের ধারাবাহিকতা কীভাবে চলবে? মোটকথা: নবুওয়াতের সমাপ্তি যদি আমার নিবেদিত অর্থে প্রস্তাব করা হয়, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম শেষ নবী হওয়া অতীতের নবীদের সম্বন্ধে বিশিষ্ট হবে না। বরং যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তাঁর যুগেও কোথাও অন্য কোনো নবী ছিলেন, তখনো তিনি শেষ নবী হওয়া বহাল থাকবে।"

এসব বিষয় বোঝার জন্য প্রথমে খেয়াল করুন: *তাহজিরুন নাস* বইয়ের বিষয়বস্তু কী? বইয়ের বিষয়বস্তু হলো: কুরআনে কারীমে সূরা তালাক-এর মধ্যে আল্লাহ তাআলার বাণী:

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ

---

[২১] ইমাম কাসেম নানুতাভি রহিমাহুল্লাহ, *তাহজিরুন নাস*, পৃ. ২।

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তাআলা সাত জমিনের মতো সাত আসমানও সৃষ্টি করেছেন।"[২২]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, *"আল্লাহ তাআলা সাত আসমান ও সাত জমিন সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক ভূপৃষ্ঠে সৃষ্টি রয়েছে। তোমাদের আদমের মতো আদম রয়েছেন, নূহের মতো নূহ, ইবরাহীমের মতো ইবরাহীমের, ঈসা মতো ঈসার এবং তোমাদের মুহাম্মাদের মতো মুহাম্মাদ।"*[২৩]

দীর্ঘকাল যাবত বর্ণনাটি মানুষ অস্বীকার করেছে। তারা ধারণা করত যে, যদি ছয় ভূপৃষ্ঠে ছয় জন মুহাম্মাদ থাকেন, তাহলে তারাও শেষ নবী হবেন। অথচ কুরআন বলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী। সুতরাং, বর্ণনাটি ভুল। এ যুগেও প্রশ্নটি সৃষ্টি হয়েছে এবং হযরত নানুতাভি রহিমাহুল্লার কাছে এসেছে। তিনি এই প্রশ্নের জবাবে *ফাতাওয়া তাহজিরিন নাস মিন ইনকারি আসার ইবনি আব্বাস* বইটি লিখেছেন।

বইটিতে নানুতাভি রহিমাহুল্লাহ একদম স্পষ্ট করে প্রমাণ করেছেন যে, যদি ধরে নেওয়াও হয় তার যুগে অন্য কোনো নবী হবেন, তবুও তিনি তাঁর নবুওয়াতের বরকতে হবেন। আর এই ভূপৃষ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য ভূপৃষ্ঠে যদি ছয় জন মুহাম্মাদ থাকে, তাহলে তারাও তাঁর নবুওয়াতের বরকত। অর্থাৎ, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা অনুযায়ী যদি ছয় ভূপৃষ্ঠে ছয় জন মুহাম্মাদ থাকেন, তাহলে তারাও নবুওয়াতের নশ্বরগত বিশেষণে বিশেষিত। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তাগত বিশেষণে বিশেষিত।

অতএব বোঝা গেল, যদি সাত ভূপৃষ্ঠে সাতজন মুহাম্মাদ থাকেন, তাহলে তারাও তাঁর বরকত। যেমনিভাবে এই ভূপৃষ্ঠের সকল নবীদের নবুওয়াত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকত। এছাড়া সেই ভূপৃষ্ঠসমূহে যে, আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা প্রমুখ রয়েছেন; তাদের প্রত্যেকের নবুওয়াত এই ভূপৃষ্ঠের শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত থেকে নির্গত।

---

[২২] সূরা তালাক, ৬৫ : ১২।

[২৩] *জামিউল বায়ান*, তাবারি; *তাফসিরুল কুরআনিল আযীম লি ইবনি আবি হাতিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকিম, শুআবুল ঈমান, আল-আসমা ওয়াস সিফাত লিল বাইহাকি*। ইমাম বাইহাকি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসের সনদ সহীহ। কিন্তু তা শাজ,আবুজ জাবা নামক রাবির কোনো অনুসরণবকারী আছেন বলে আমার জানা নেই। (*আদ-দুররুল মানসুর*, ৬/২৩৮।)

কাদিয়ানিরা হযরত রহিমাহুল্লাহর উল্লিখিত পাঠ্যাংশ কাটছাঁট করে মানুষকে এই ধোঁকা দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে যে, দেখুন! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরেও নবী হতে পারেন। হযরত মাওলানা নানুতাভি রহিমাহুল্লাহ নবুওয়াতের ধারাবাহিকতার প্রবক্তা। অথচ তিনি *তাহজিরুন নাস* এ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, *"যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরেও নবুওয়াতের প্রবক্তা হবে, সে কাফির।"*

তিনি বলেন, *"যদি ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতা হয়, তখন সময় নির্ধারিত সমাপনের প্রামাণিকতা প্রকাশ্য। নতুবা সময় নির্ধারিত সমাপনের স্বীকারোক্তি 'দালালাতে ইলতিযামি'*[২৪] *হিসেবে আবশ্যক। এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবৃতি রয়েছে। যেমন: তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত, যেমনি হারুন ছিলেন মূসার স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু আমার পরে কোনো নবী নেই, যা বাহ্যিক উল্লিখিত শব্দে এই 'খাতামুন্নাবিয়্যিন' শব্দ থেকেই নির্গত। আর এটি এ অধ্যায়ের জন্য যথেষ্ট। কেননা বিষয়বস্তুটি অবিচ্ছেদ্য পরম্পরার স্তরে উন্নীত হয়ে গিয়েছে। আর এর উপর উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও উল্লিখিত শব্দ অবিচ্ছেদ্য সনদে বর্ণিত হয়নি, তবুও এখানে অর্থের অনুক্রম থাকা সত্ত্বেও শব্দের অনুক্রম না হওয়া এমন হবে, যেমন ফরয ও বিতির ইত্যাদি নামাযের রাকাআত সংখ্যা। নামাযের রাকাআত সংখ্যার হাদীসসমূহের শব্দ অবিচ্ছেদ্য পরম্পরা না হওয়া সত্ত্বেও তা অস্বীকারকারী কাফির। তেমনি খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারীও কাফির।"*[২৫]

খতমে নবুওয়াত তিন প্রকার

এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে: খতমে নবুওয়াত তিন প্রকার। আর তিনপ্রকার-ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অর্জিত অর্থাৎ, তিনি তিন প্রকারের দৃষ্টিতেই শেষ নবী। খতমে নবুওয়াতের তিন প্রকার হলো:

১. মর্যাগত খতমে নবুওয়াত।
২. কালগত খতমে নবুওয়াত।
৩. স্থানবাচক খতমে নবুওয়াত।

---

[২৪] মানতিক শাস্ত্রের একটি পরিভাষা। দালালাতে ইলতিযামি (অপরিহার্যতামূলক প্রতিপাদন) বলা হয় ঐ দালালাতকে, যার মধ্যে শব্দ নিজের মাওযু লাহুর অর্থের বাহিরের উপর নির্দেশনা করে। সূত্র: মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি দামাত বারাকাতুহুম, *আসান মানতিক*, পৃ. ১৯।
[২৫] *তাহজিরুন নাস*, পৃ. ১০-১১।

১. মর্যাদাগত খতমে নবুওয়াত

মর্যাদাগত খতমে নবুওয়াতের মর্ম কী? এর মর্ম হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত সত্তাগত এবং ঈসা আলাইহিস সালাম অবধি অন্যান্য নবীদের নবুওয়াত ও অন্য ছয় ভূপৃষ্ঠের নবীগণের নবুওয়াত নশ্বরগত। তাদের নবুওয়াত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের বরকতস্বরূপ। অর্থাৎ, তাঁর উপর নবুওয়াতের সমস্ত স্তর সমাপ্ত হয়েছে।

২. স্থানবাচক খতমে নবুওয়াত

স্থানবাচক খতমে নবুওয়াত মানে কী? এ বিষয়টি হযরত নানুতাভি রহিমাহুল্লাহ বিশদাকারে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, *“সাত ভূপৃষ্ঠের মধ্যে থেকে আমাদের এ ভূপৃষ্ঠ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। এজন্য প্রকৃত শেষ নবীও এই শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান ভূপৃষ্ঠে শুভাগমন করেছেন। অতএব, ভূপৃষ্ঠসমূহের হিসাবে এই ভূপৃষ্ঠের শেষ নবী প্রকৃত শেষ নবী হয়েছেন।”*

৩. কালগত খতমে নবুওয়াত

তৃতীয় প্রকার হলো কালগত খতমে নবুওয়াত। এর মর্ম হচ্ছে: প্রকৃত শেষ নবীর যুগ বা কাল অন্যান্য নশ্বরগত বিশেষিতদের যুগের পরে হয়ে থাকে। তিনি সকল নবীর শেষে প্রেরিত হয়েছেন, তার পরে আর নতুন কোনো নবী আসবেন না।

কালগত এবং স্থানবাচক খতমে নবুওয়াতের ওতপ্রোত সংযুক্তি

হযরত নানুতাভি রহিমাহুল্লাহ এ মাসআলাও স্পষ্ট করেছেন যে, মর্যাদাগত খতমে নবুওয়াতের জন্য কালগত খতমে নবুওয়াত আবশ্যক। কেননা যে সত্তা খতমে নবুওয়াতের বিশেষণে গুণান্বিত, তিনি যদি সকল নবীর পূর্বে বা মাঝখানে আগমন করেন, তাহলে অসম্ভব বস্তু সম্ভব হবে। আর সেটা হলো: শেষ নবীর পরে যে নবী আগমন করবেন, তার কাছে যদি ওহি না আসে এবং তিনি নতুন কোনো শারিয়াত প্রাপ্ত না হন, তাহলে তিনি প্রকৃতপক্ষে নবী হতে পারেন না।

আর পরবর্তী নবীদের কাছে যদি ওহি আসে ঠিকই, কিন্তু নতুন ইলম না আসে না; তাহলে সেই ওহি অর্জিত বস্তুর অর্জন। যদি তার কাছে ওহি আসে এবং তাকে নতুন শারিয়াত প্রদান করা হয়, তাহলে নশ্বরগত বিশেষিত নবীর শারিয়াত দ্বারা সত্তাগত বিশেষিত নবীর শারিয়াত রহিত হয়ে যায়। অথচ রহিতকারী হওয়ার জন্য রহিতকৃত বস্তু থেকে উত্তম বা নিতান্তপক্ষে বরাবর হওয়া আবশ্যক। উত্তম কিছুর

জন্য তার চেয়ে অনুত্তম কিছু রহিতকারী হতে পারে না। আল্লাহ তাআলার বাণী:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

"আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে
তদপেক্ষা উত্তম বা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।"[২৬]

উক্ত আয়াত থেকে দুই-চার এর ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রহিতকারী সর্বদা রহিতকৃত থেকে উত্তম বা সমতুল্য হয়। সুতরাং শেষ নবী যদি সূচনায় বা মধ্যখানে আগমন করেন, তাহলে পরবর্তীতে আগমনকারী নবীদের শারিয়াত তার শারিয়াত রহিত করে দেবে। সেক্ষেত্রে এটা অসম্ভবও নয়। এজন্য হযরত নানুতাভি রহিমাহুল্লাহ বলেন, *"শেষ নবীর জন্য সবার শেষে আগমন করা আবশ্যক এবং মর্যাদাগত খতমে নবুওয়াতের জন্য কালগত বিলম্বিত হওয়া অপরিহার্য।"*

তিনি লিখেছেন, "সামগ্রিকভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের সত্তাগত বিশেষণে গুণান্বিত এবং অন্যান্য নবীগণ নশ্বরগত বিশেষণে বিশেষিত। এমন পরিস্থিতিতে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুরুতে বা মধ্যখানে প্রেরণ করতেন, তাহলে পরের নবীগণের শারিয়াত মুহাম্মাদি শারিয়াতের বিপরীত হলে ঊর্ধ্বতন ন্যূনতম দ্বারা রহিত হওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়াত। অথচ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে
তদপেক্ষা উত্তম বা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।"[২৭]

কেন-ই বা হবে না! অন্যথায় দ্বীন তো সামগ্রিকভাবে রহমত থাকবে না, বরং রোষের কারণ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এ কথা যদি পরিকল্পিত হতো, তাহলে ঊর্ধ্বতন আলিমদের ইলম নিম্নস্তরের আলিমদের চেয়ে কম ও স্বল্পতর হতো। সকলেই অবগত যে, উচ্চমানের আলিম হওয়ার অর্থ ইলমের উচ্চ স্তরসমূহ অর্জন করা, অন্যথায় উচ্চমানের আলিম হওয়া যায় না।

পরবর্তী নবীদের শারিয়াত বিপরীত না হলেও তো এ কথা অবশ্যক যে, তাদের উপর ওহি নাযিল ও ইলম প্রবাহিত হতো। অন্যথায় নবুওয়াতের অর্থ কী? এই

---

[২৬] সূরা বাকারা, ২ : ১০৬।
[২৭] সূরা বাকারা, ২ : ১০৬।

অবস্থায় যদি তা মুহাম্মাদি ইলম হতো, তাহলে দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকার—"কুরআন আমিই নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ করবো"[২৮], যা কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং "আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী"[২৯], যা সকল ইলমের সমন্বয়কারী—এই দুই আয়াত বলার কী প্রয়োজন ছিল? অন্যদিকে, পরবর্তী নবীদের ইলম মুহাম্মাদি ইলমের থেকে ভিন্ন হলে, এই কিতাব "প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী" কথাটিও ভুল প্রমাণিত হতো।

সারসংক্ষেপ: এমন ইলমের সমন্বয়কারী নবীর জন্য এমনই সমন্বয়কারী কিতাব হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন নবুওয়াতের উচ্চস্তর ইলমের উচ্চস্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অন্যথায় নবুওয়াতের এই উচ্চস্তর নিঃসন্দেহে একটি মিথ্যা প্রমাণিত হতো, নবুওয়াতের সমাপ্তি বিষয়টি এমনই... অর্থাৎ, মর্যাদাগত নবুওয়াতের জন্য কালগত বিলম্ব আবশ্যক।"[৩০]

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, নানুতাভি রহিমাহুল্লাহর পাঠ্যাংশ দ্বারা কাদিয়ানি উম্মাহ কর্তৃক মানুষকে প্রভাবিত করা যে, তিনি নবুওয়াতের ধারাবাহিকতার প্রবক্তা ছিলেন, তা স্রেফ ধোঁকা বৈ কিছু নয়। নানুতাভি রহিমাহুল্লাহর পাঠ্যাংশ খুঁতহীন। কোনোভাবেই তার পাঠ্যাংশ থেকে ভ্রষ্টতা বা সংশয় সৃষ্টি হয় না।

'যদি আমার পরে নবী হতেন' দ্বারা যুক্তি প্রদান

কাদিয়ানিরা সাধারণ মুসলিমদের সামনে একটি হাদীস পেশ করে থাকে এবং তাদের ধারণানুযায়ী নবুওয়াতের ধারাবাহিকতার উপর যুক্তি প্রদান করে। এ জন্য তাও বোধ করা আবশ্যক। হাদীসটি এরকম, لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب

অর্থাৎ, "যদি (ধরেও নেওয়া হয় যে,) আমার পরে কেউ নবী হতেন, তাহলে তিনি হতেন খাত্তাবের ছেলে উমার।"[৩১] এই হাদীসে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। যেমন, যদি নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা চালু থাকত, তাহলে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবুওয়াত দ্বারা ভূষিত করা হতো। অর্থাৎ, তিনি

---

[২৮] সূরা হিজর, ৯ : ১৫।
[২৯] সূরা নাহল, ১৬ : ৮৯।
[৩০] *তাহজিরুন নাস*, পৃ. ৮-৯।
[৩১] *সুনানুত তিরমিযি*, ৩৬৮৬ ; *মুসনাদু আহমাদ*, ১৭৪০৫।

নবুওয়াতে ভূষিত হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাই তা সম্ভব নয়।

আরেকটি হাদীস

কাদিয়ানির উম্মাতরা এ ধরণের আরেকটি হাদীস মুসলিমদের সামনে পেশ করে, যা *সুনানু ইবনি মাজাহ*-এর হাদীস: لو عاش إبراهيم لكان صديقا نبيا

অর্থাৎ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছেলে ইবরাহীম যদি জীবিত থাকতেন, তবে একজন সত্যবাদী নবী হতেন।"[৩২]

এই হাদীসের বিষয়টি একটু ভালোভাবে খেয়াল করুন—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন ছেলে ছিল, যার নাম ইবরাহীম। তিনি মারিয়া কিবতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার[৩৩] গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং সতেরো/আঠারো মাসে উপনীত হওয়ার পর মারা যান। তার ব্যাপারে দুটি হাদীস রয়েছে: একটি মারফু[৩৪] হওয়া সত্ত্বেও সহীহ নয় এবং অপরটি মাওকুফ[৩৫] কিন্তু সহীহ। মারফু হাদীসটি এরকম, لو عاش إبراهيم لكان صديقا نبيا

হাদীসটি *সুনানু ইবনি মাজাহ*-তে রয়েছে। এতদসত্ত্বেও তা সহীহ নয়।[৩৬] কারণ, এর সনদে একজন রাবি রয়েছেন, যার নাম ইবরাহীম বিন উসমান, উপনাম আবু শাইবা। তিনি ছিলেন 'ওয়াসিত' নামক স্থানের বিচারক। *সহীহ মুসলিম*-এর ভূমিকায় তার আলোচনা এসেছে। তিনি ছিলেন বড় মাপের মানুষ, *আল-মুসান্নাফ*-এর রচয়িতা ইবনু আবি শাইবা রহিমাহুল্লাহর দাদা। কিন্তু রাবি হিসেবে দুর্বল।

ইমাম নাসায়ি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ তাকে 'মুনকারুল হাদীস' আখ্যায়িত করেছেন।[৩৭] *সহীহ মুসলিম*-এর

---

[৩২] *সুনানু ইবনি মাজাহ,* ১৫১১; *মুসনাদু আহমাদ,* ১২৩৫৮।

[৩৩] মুকাওকিস বাদশাহ থেকে প্রাপ্ত বাদী, যাকে তিনি সুরিরয়া বানিয়েছেন। তার দু'জন সুরিরয়া ছিল। যে দাসীর সাথে স্ত্রী সুলভ আচরণ করা হয় তাকে বলা হয় সুরিরয়া।

[৩৪] যে কথা, কর্ম ও সমর্থনের সম্বন্ধ নবী ﷺ এর দিকে করা হয়, তাকে মারফু হাদীস বলে।

[৩৫] যে কথা, কর্ম ও সমর্থনের সম্বন্ধ সাহাবায়ে কিরামের দিকে করা হয়, তাকে মাওকুফ হাদীস বলে।

[৩৬] শাইখ শুআইব আরনাউত হানাফি ؒ এর মতে, এর সনদ হাসান। মুসনাদু আহমাদ, ১৯/৩৫৯।

[৩৭] দেখুন: *হাশিয়াতুস সিনদি আলা সুনানি ইবনি মাজাহ।*

ইমাম বুখারি ؒ *আদ-দুআফা* পৃ. ২১ এ বলেছেন, 'মুহাদ্দিসরা তার ব্যাপারে চুপ। তার সম্পর্কে ইমামদের বক্তব্য জানতে দেখুন: *আত-তারিখুল কাবির লিল বুখারি,* ১/৩১০; *কিতাবুত তারিখ ওয়া*

অবতরণিকায় রয়েছে—‘তার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে কিনা?’-এ ব্যাপারে ইমাম শুবা রহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘তার থেকে রেওয়ায়ত গ্রহণ কোরো না, সে খারাপ লোক। আমার এই চিঠি পড়ে ছিন্নভিন্ন করে দাও।’[৩৮] কেননা তিনি ছিলেন বিচারক, আর ইমাম শুবা তাকে দোষারোপ করেছেন বলে অবহিত হলে সেটা ইমাম শুবার জন্য পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারত।

সালিহ জাজারাহ রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে বলেছেন, ‘তিনি দুর্বল রাবি। তার বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণ করা যাবে না। তিনি হাকাম বিন উতাইবা থেকে মুনকার রেওয়ায়তসমূহ বর্ণনা করেন।’

‘ইবরাহীম যদি জীবিত থাকতেন’ হাদীসটিও তিনি হাকাম বিন উতাইবা থেকে নকল করেছেন। কাজেই তা নিতান্ত দুর্বল স্তরের বর্ণনা, তবে বানোয়াট বলা যাচ্ছে না। এজন্য এর উত্তর প্রদানও আবশ্যক ছিল না। কিন্তু সহীহ *বুখারি*-র আদাব অধ্যায়ে একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে: *‘যে ব্যক্তি* নবীদের *নামে নামকরণ করল’*, যেখানে ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ হাদীস নকল করেছেন—আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহু নামক এক সাহাবিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছেলে ইবরাহীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেন, “বাল্যকালে তার মৃত্যু হয়েছে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে কোনো নবী আগমন করবেন, তাহলে তার ছেলে জীবিত থাকতেন। কিন্তু তার পরে তো কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটবে না।” এ হাদীসটিও *সহীহ বুখারি* এবং *সুনানু ইবনি মাজাহ*-তে রয়েছে।[৩৯]

কিন্তু এটা একজন সাহাবির বক্তব্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

আসমায়িল মুহাদ্দিসিন ওয়া কুনাহুম, পৃ. ৫৩; *আল-জারহু ওয়াত তাদিল,* ২/১১৫; *আল-কামিল ফি দুআফায়ির রিজাল,* ১/৩৮৯; *তারিখু মাদিনাতিস সালাম,* ৭/২১; *তাহযিবুল কামাল,* ২/১৪৭; *তারিখুল ইসলাম,* ৪/৫৬০; *আল-কাশিফ,* ১/২১৮; *ইকমালু তাহযিবিল কামাল,* ১/২৫২; *তাহযিবুত তাহযিব,* ১/৭৬। হাফিয ইবনু হাজার ﷺ বলেন, ‘তার হাদীস পরিত্যাজ্য, সে সপ্তম শ্রেণীর রাবি। (*তাকরিবুত তাহযিব,* পৃ. ৯৫, তাহকিক: শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা হালবি দামাত বারাকাতুহুম, দারুর রশিদ, সিরিয়া।)

[৩৮] *সহীহ মুসলিম,* পৃ. ১৭।

[৩৯] *সহীহ বুখারি,* ৬১৯৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ,* ১৫১০।

পরে যদি নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা চালু থাকত, তাহলে ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবিত থাকতেন। যেন পরবর্তীতে তাকে নবুওয়াত দ্বারা সম্মানিত করা যায়। কিন্তু যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই তাকে জীবিত রাখা হয়নি।

হাদীসটি সহীহ। এমনিভাবে "যদি আমার পরে কেউ নবী হতেন, তাহলে তিনি হতেন খাত্তাবের ছেলে উমার," হাদীসটিও সহীহ। এজন্য কাদিয়ানিরা এভাবে যুক্তি প্রদান করে যে—এসব হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে নবুওয়াত চালু থাকা অনুমান করে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে, আর যে বস্তু অনুমান করা হয়, তা সম্ভব বস্তু হয়ে থাকে। সুতরাং, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে নবুওয়াতের সম্ভাবনা প্রমাণিত হলো।

সমাধান: উক্ত হাদীস দু'টির উত্তর আপনারা *মুখতাসারুল মাআনি* বইয়ে পড়েছেন। যেখানে শর্তের অব্যয়সমূহের আলোচনা এসেছে অর্থাৎ إذا ، إن এবং لو এর বর্ণনা এসেছে, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠদের এই মত বলা হয়েছে—لو অব্যয় لامتناع الثاني لامتناع الأول এর জন্য এসে থাকে, অর্থাৎ শর্তের জবাব পাওয়া যায়নি, এজন্য শর্তও পাওয়া যায়নি। لو এর কাজই এ পর্যন্ত। যেমন: لو جئتني لأكرمتك যদি আপনি আমার কাছে আসতেন, তাহলে আমি আপনার সম্মান করতাম। অর্থাৎ আপনি না আসার কারণে সম্মান করিনি, আসলে সম্মান করতাম। বাকি থাকল, لو এর প্রবেশিকা সম্ভব না অসম্ভব? কেননা এর প্রবেশিকা সম্ভব-অসম্ভব উভয় বস্তু হতে পারে।

সম্ভবের দৃষ্টান্তসমূহ

১. وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ
"আর যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো।"[৪০]

২. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

[৪০] সূরা আল-ইমরান, ৩ : ১১০।

"আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেজগারি অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানি ও পার্থিব নিয়ামাতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।"[৪১]

এই আয়াতদ্বয়ের প্রবেশিকা ঈমান, যা সম্ভব।

৩. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ।

এখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক পথপ্রদর্শন করতাম।"[৪২] কিন্তু প্রত্যেকে সুপথ প্রাপ্ত হয়নি। কেন? এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা পোষণ করেননি। এই আয়াতে لو এর প্রবেশিকা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, যা সম্ভব।

لو এর প্রবেশিকা অসম্ভব বস্তুও হতে পারে। সূরা যুমারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

"আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে সন্তান বানানোর ইচ্ছা করতেন, তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অবশ্যই বানাতেন। তিনি সন্তান গ্রহণ করা থেকে পবিত্র। তিনি এমন আল্লাহ, যিনি অদ্বিতীয় ও পরাক্রমশালী।"[৪৩] অর্থাৎ সন্তান হওয়া আল্লাহ তাআলার জন্য অসম্ভব।

মোটকথা: لو এর প্রবেশিকা অসম্ভব ও সম্ভব, উভয়ই হতে পারে। অর্থাৎ, অসম্ভব বস্তুকে ধার করা যেতে পারে। ধারকৃতের জন্য সম্ভব বস্তু হওয়া আবশ্যক নয়।

এখন বোধ করা উচিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী—"যদি আমার পরে কেউ নবী হতেন, তাহলে তিনি হতেন খাত্তাবের ছেলে উমার," এর অর্থ হলো: উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী হবেন না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা চালু নেই। এটাই

---

[৪১] সূরা আল-আরাফ, ৭ : ৯৬।

[৪২] সূরা আস-সাজদাহ, ৩২ : ১৩।

[৪৩] সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ৪।

আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের মর্ম। অনুরূপভাবে, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে নবুওয়াতের ধারা চালু থাকত, তাহলে তাঁর ছেলে ইবরাহীমকে জীবিত রাখা হতো। কিন্তু যেহেতু তাঁর উপর নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা পূর্ণ হয়ে গেছে, এজন্য তাকে জীবিত রাখা হয়নি।

মোদ্দাকথা: আলোচ্য হাদীসদ্বয় সম্ভাব্য নবুওয়াতের প্রমাণ বহন করে না। বরং, নবুওয়াতের সমাপ্তির যুক্তি বহন করে। অর্থাৎ, উমার এবং ছেলে ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহুমার দ্বারা নবুওয়াতের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। এটাই لو এর অর্থ। কেননা لو অব্যয় لامتناع الثاني لامتناع الأول এর জন্য এসে থাকে।

নবী ﷺ এর পরে নবুওয়াত অসম্ভব

বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে নবুওয়াত অসম্ভব না সম্ভব? এ কথা তো প্রকাশ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে নবুওয়াত বাস্তবতায় পাওয়া যায়নি। অন্তরে ও বুদ্ধিবৃত্তিক হতে পারে কিনা? এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই। لو অব্যয় দ্বারা যদি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, তাহলে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কাল্পনিক সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। প্রকৃত ও বাস্তববাদী সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় না। আর কাল্পনিক সম্ভাবনা কোনো অর্থ বহন করে না।

প্রশ্ন: لو অব্যয়ের প্রবেশিকা যখন সম্ভব-অসম্ভব উভয় বস্তু হতে পারে, তাহলে উল্লিখিত হাদীসে যে সম্ভবের প্রবেশিকা ব্যবহৃত হয়েছে, এর দলিল কী?

উত্তর: এর সংক্ষিপ্ত জবাব হলো: এ কথার সর্বপ্রথম ও দ্ব্যর্থহীন দলিল তো আয়াতে কারিমা وَ خَاتَمَ النَّبِيّنَ , ইতিপূর্বে যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে নবুওয়াতের বাস্তবিক ও কাল্পনিক সম্ভবনা নেই। বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধারণাপ্রসূত হলে তা দ্বারা কোনো অসংগতি আবশ্যক হয় না। এছাড়াও এ ব্যাপারে রয়েছে বিভিন্ন হাদীস, যা সংক্ষেপে পেশ করছি:

প্রথম হাদীস: নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার এবং অন্যান্য নবীদের দৃষ্টান্ত একটি ঘরের ন্যায়, যা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু ঘরের একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে। লোকেরা ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল এবং তা দেখে আশ্চর্য হলো। তারা পরস্পর বলাবলি করল, 'এই একটি ইটের স্থান খালি না থাকলে কতই না

উত্তম হত, তখন ঘরটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে যেত!’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি হলাম ওই ব্যক্তি, যে ইটের শূন্য স্থান পূর্ণ করে দিয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গতার স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে। আমার দ্বারা ঘর পূর্ণ হয়েছে এবং নবীগণের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে।”[৪৪] অন্য একটি বর্ণনায় ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে, “আমিই সেই শেষ ইট এবং আমিই শেষ নবী।”[৪৫]

দ্বিতীয় হাদীস: নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ছয়টি বিষয়ে সকল নবীর উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে—আমাকে জাওয়ামিউল কালিম তথা ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য বলার যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে, আমাকে ভীতি (শত্রুর অন্তরে আমার ব্যাপারে ভয়ের সঞ্চার করা) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আমার জন্য গনিমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হালাল করা হয়েছে, আমার জন্য সমস্ত ভূপৃষ্ঠকে সিজদাহর স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের উপযুক্ত করা হয়েছে, আমি সমস্ত সৃষ্টির জন্য প্রেরিত হয়েছি এবং আমার মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করা হয়েছে।”[৪৬]

তৃতীয় হাদীস: শাফাআতের দীর্ঘ এক হাদীসে রয়েছে, হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানবজাতি সমবেত হবে এবং নবীদের কাছে শাফাআতের আবেদন করবে, তখন সকলেই অপারগতা পেশ করবেন। অবশেষে অতীত ও পরের সমস্ত মানুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এক বাক্যে আরজ করবে, “হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত নবীদের শেষ নবী। আল্লাহ তাআলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত পাপ মার্জনা করে দিয়েছেন, আপনি আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।”[৪৭]

চতুর্থ হাদীস: অন্য একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي

অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালাম যখন তুর পাহাড়ে যান, তখন হারুন আলাইহিস সালাম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এমনিভাবে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[৪৪] *সহীহ মুসলিম*, ২২৮৭।
[৪৫] *সহীহ বুখারি*, ৩৫৩৫; *সহীহ মুসলিম*, ২২৮৬।
[৪৬] *সহীহ মুসলিম*, ৫২৩; *সুনানুত তিরমিযি*, ১৫৫৩।
[৪৭] *সহীহ বুখারি*, ৩৩৬১; *সহীহ মুসলিম*, ১৯৪।

ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হন, তখন তিনি মদীনায় নিজ স্থানে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নিযুক্ত করেন। আলি আফসোসের সাথে আবেদন করেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে নারী ও বাচ্চাদের সাথে রেখে যাচ্ছেন! জিহাদের ফযিলত থেকে আমাকে বঞ্চিত করছেন!' জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নারী এবং বাচ্চাদের সাথে রেখে যাচ্ছি না, বরং আমার স্থলাভিষিক্ত করছি। মূসা আলাইহিস সালাম যেমনি তুর পাহাড়ে গমনকালে নিজ ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন। অতএব, তুমি মদীনায় থাকো এবং মানুষের দেখাশোনা করো।"

এরপর ত্বরিত তাঁর একটি কথা খেয়াল আসলে তিনি বললেন, إلا أنه لا نبي بعدي "কিন্তু আমার পরে কোনো নবী নেই।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি এজন্য বলেছেন যেন কেউ ভুল না বুঝে যে, হারুন আলাইহিস সালাম যেমন নবী ছিলেন, তেমনি আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুও নবী।

এই চারটি হাদীস খুব ভালো করে মুখস্থ করে নাও। এগুলো অনেক জরুরি। কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথা আলোকিত দিনের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে নবুওয়াতের ঘর পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। তাঁর পরে কোনো নবী আগমনের অবকাশ নেই। এখন নতুন কোনো নবী আসবেন না—এটাই উম্মাহর সর্বসম্মত বিশ্বাস। সমস্ত উম্মাত এ কথার উপর একমত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে কোনো ধরনের কোনো নতুন নবী আগমন করতে পারেন না—চাই তিনি নতুন শারিয়াহ প্রাপ্ত না হোন, ছায়া নবী হোন বা বারুজি নবী।

হ্যাঁ, অবশ্য মিথ্যা নবীর আগমন হতে পারে। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষৎবাণী করেছেন। শুরুতে আয়াতে কারিমার পরে আমি যে হাদীস উদ্ধৃত করেছি, তা *সুনানু আবি দাউদ* এর হাদীস। সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ভবিষ্যতে আমার উম্মাতের মধ্যে ৩০ জন মিথ্যা নবী জন্ম নিবে, যারা সবাই নবুওয়াতের দাবি করবে। অথচ আমি শেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী নেই।"[৪৮]

---

[৪৮] *সুনানু আবি দাউদ*, ৪২৫২; *সুনানুত তিরমিযি*, ২২১৯।

হাদীসটি *সুনানুত তিরমিযি*-তেও রয়েছে। আর হাদীসের মান: হাসান সহীহ অর্থাৎ উচ্চস্তরের হাদীস। অতএব গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি (লানাতুল্লাহি আলাইহি) যেকোনো প্রকার নবুওয়াত দাবি করুক না কেন, সে মিথ্যাবাদী।

প্রতিশ্রুত মাসিহ ﷺ

প্রতিশ্রুত মাসিহ অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম-এর শুভাগমনের মাসআলা আলোচনা করা হয়নি। এখন সংক্ষিপ্তভাবে তা পেশ করছি। প্রতিশ্রুত মাসিহের ব্যাপারে উম্মাতের আকিদা কী? এ কথা সকলেরই জানা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাঈলের শেষ নবী ছিলেন, তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় আকাশে উঠানো হয়েছে। তিনি আকাশে জীবিত। শেষ জামানায় দাজ্জালের ফিতনার সময়ে তাঁকে জমিনে অবতীর্ণ করানো হবে। এটাই হলো তাঁর ব্যাপারে ইসলামি আকিদা, যার ব্যাখ্যা কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান।

কাদিয়ানিরা বলে, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যু হয়ে গেছে, তাঁকে আসমানে উত্তোলন করা হয়নি। তাঁর কবর জমিনে কোথাও বিদ্যমান। কিয়ামাতের পূর্বে যে মাসিহ আগমনের কথা কুরআন-হাদীসে রয়েছে, তিনি একজন স্বনির্ভর ব্যক্তি, তিনি ঈসা আলাইহিস সালাম নন।

অতঃপর মির্জা কাদিয়ানি দাবি করল যে, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মাসিহ। কুরআন-হাদীসে প্রতিশ্রুত মাসিহের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেগুলো সে নিজের উপর প্রযোজ্য দাবি করল। সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে বর্ণনাসমূহে এসেছে, “কিয়ামাতের পূর্বে যখন তিনি অবতরণ করবেন, তখন তাঁর শরীর মুবারকে দুটি চাদর হবে। একটি লুঙ্গির স্থলে এবং অপরটি পাঞ্জাবির বদলে। উভয় চাদর হবে সামান্য হলুদ রঙের।”[৪৯]

কাদিয়ানি এই নিদর্শনকে নিজের উপর এভাবে প্রয়োগ করে যে, আমার দুটি রোগ রয়েছে: ১. সর্বাঙ্গীন পেশাবের ফোঁটা আসা। এটা হলো, নিচের হলুদ চাদর। ২. মস্তিষ্ক বিকৃতি অর্থাৎ উন্মাদনার সূচনা পর্ব। এর পরে মানুষ পরিপূর্ণ পাগল হয়ে যায়, এটা তো মস্তিষ্ক বিকৃতি। কাদিয়ানি বলে, এটা আমার দ্বিতীয় চাদর।

---

[৪৯] *মুসনাদু আহমাদ*, ৯২৭০।

এগুলো হলো কাদিয়ানি অপব্যাখ্যার উপমা মাত্র। ঠিক এই পদ্ধতিতে সে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে বর্ণিত নিদর্শনসমূহ নিজের উপর প্রয়োগ করে। এ ব্যাপারে *আত-তাসরিহ বিমা তাওয়াতারা ফি নুযুলিল মাসিহ*-এর শেষদিকে হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক বিন্যস্ত একটি তালিকা রয়েছে। সেখানে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহে যেসব আলামত রয়েছে, তা একত্রিত করা হয়েছে। সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে যে, অভিশপ্ত কাদিয়ানির মধ্যে এসব আলামত কোনোক্রমেই পাওয়া যায় না। প্রিয় ছাত্রদের তালিকাটি পাঠ করা উচিত।

إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ এর মর্ম

প্রতিশ্রুত মাসিহের ব্যাপারে কুরআনে কারীমে একটি আয়াত রয়েছে। কাদিয়ানিরা তালিবে ইলমদের সামনে আয়াতটি পেশ করে তাদেরকে দ্বিধান্বিত করে। কাজেই আয়াতটি ভালো করে বোঝা উচিত। আমি তা বুঝিয়ে আলোচনা সমাপ্ত করব ইনশাআল্লাহ। উক্ত আয়াতে কারিমা সূরা আল-ইমরান এ রয়েছে, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার বাণী:

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করতে যাচ্ছি এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নেব এবং কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেব। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত অস্বীকারকারীদের উপর বিজয়ী করব। বস্তুতঃ তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেব।”[৫০]

আয়াতের প্রথমাংশ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ পেশ করে কাদিয়ানিরা মানুষকে ধোঁকা দেয়। তারা বলে—“আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামকে মৃত্যু দান

[৫০] সূরা আল-ইমরান, ৩ : ৫৫।

করেছেন। লক্ষ্য করুন! কুরআন বলে, আমি মারইয়াম তনয় ঈসাকে মৃত্যু দান করেছি।” যেহেতু ছাত্রদের অন্তরে تَوَفِّيْ এবং مُتَوَفِّيْ এর রীতিগত অর্থ হয়ে থাকে, তাই ছাত্ররা দ্বিধান্বিত হয়ে যায়। সুতরাং, আয়াতটি ভালোভাবে বোঝা উচিত, যাতে কেউ তোমাদের দ্বিধান্বিত করতে না পারে।

আয়াতে কারিমায় যে مُتَوَفِّيْ শব্দ রয়েছে, এর শব্দমূল ও অর্থ কী? ইবনু ফারিস লিখেছেন, (وفى) الواو ،والفاء ،والحرف المعتل: كلمة تدل على إكمال وإتمام

অর্থাৎ, (وفى) এর মূল অর্থ হচ্ছে: পূর্ণ করা, সম্পন্ন করা। তিনি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন যে, এই শব্দমূল থেকে الوفاء এসেছে, যার অর্থ হলো: অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং শর্তকে পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছানো। এমনিভাবে أوفيتك الشيء তখন বলা হয়: যখন আপনি কারো প্রাপ্য পরিপূর্ণ আদায় করে দেন। আর توفيتك الشيء এবং استوفيتك الشيء তখন বলা হয়, যখন আপনি নিজের প্রাপ্য হক পুরোপুরি লাভ করেন। এ শব্দমূল থেকেই মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হয়: توفاه الله অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে পুরোপুরি দান করেছেন।

এখন আমরা কুরআনে কারীমের দিকে প্রত্যাবর্তন করি। কুরআনে কারীমে শব্দমূলটি বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার বাণী:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى

“আল্লাহ তাআলাই মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যার মৃত্যু আসেনি তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ আটকে রাখেন এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে।”[৫১]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রাণ পুরোপুরি হরণ করেন। আর তা দুই সময়ে হয়ে থাকে: প্রথমত মানুষের মৃত্যুর সময়। দ্বিতীয়ত মানুষের ঘুমের সময়। অতঃপর যার ভাগ্যে মৃত্যু থাকে, তার প্রাণ আটকে রাখা হয় এবং অন্যদের মুক্ত করা হয়। ফলে অন্যরা চূড়ান্ত ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। অন্যত্র আল্লাহ তাআলার বাণী:

---

[৫১] সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ৪২।

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسَمًّى

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাতের বেলা (ঘুমের ভেতর) তোমাদের প্রাণ কব্জা করে নেন, এবং দিনের বেলা তোমারা যা কিছু করো তা তিনি জানেন। তারপর (নতুন) দিনে তোমাদেরকে নতুন জীবন দান করেন, যাতে (তোমাদের জীবনের) নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়।"[৫২]

উক্ত আয়াতসমূহে تَوَفِّيْ শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এমনিভাবে اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ ও শাব্দিক অর্থে অভীষ্ট অর্থাৎ "হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করতে যাচ্ছি।" এর দুটি ধরন রয়েছে:

এক. শরীর দুনিয়াতে থাকবে এবং রূহ নিয়ে যাব। যেমন: মৃত্যুর সময় এবং ঘুমের সময়, এর জন্যও تَوَفِّيْ শব্দ ব্যবহার হয়।

দুই. দ্বিতীয় আকৃতি, যা অধিক পরিপূর্ণ। আর তা হচ্ছে: রূহ শরীরের সাথে যাওয়া। اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ এ এই অর্থ উদ্দেশ্য। এখানে تَوَفِّيْ মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত নয়। আর সামনের বাক্যই এর দলিল: وَرَافِعُكَ اِلَيَّ "এবং আমি তোমাকে নিজের দিকে তুলে নেব।" কুরআন নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে تَوَفِّيْ অর্থ মৃত্যু নয়, বরং তুলে নেওয়ার অর্থ হলো: শরীরের সাথে রূহও উত্তোলন করে নেওয়া।

দ্বিতীয় দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী, যা সূরা আন-নিসায় আয়াতে রয়েছে:

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

"আর নিশ্চয়ই তারা (ইহুদিরা) তাঁকে (ঈসাকে) হত্যা করেনি।
বরং তাঁকে (ঈসা) উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে।"[৫৩]

অতএব, مُتَوَفِّيْكَ এর অর্থ মৃত্যুদানকারী নয়; বরং উত্তোলনকারী উদ্দেশ্যে। এই হলো اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ এর একটি ব্যাখ্যা এবং এটাই বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা।

---

[৫২] সূরা আল-আনআম, ৬ : ৬০।
[৫৩] সূরা আন-নিসা, ৪ : ১৫৭-১৫৮।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা: কিন্তু কেউ যদি গোঁ ধরে বলে যে, مُتَوَفِّيْ অর্থ মৃত্যুদাতা। তাহলে দ্বিতীয় তাফসির ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে পেশ-করণ ও মুলতবি-করণ রয়েছে। মূল বিষয়বস্তু এরকম:

হে ঈসা! এখন তো আমি তোমাকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উত্তোলন করছি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তোমাকেও সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যু দান করব।

কথাটি এজন্য বলা হয়েছে, যাতে ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে উত্তোলন করা মানুষের জন্য ভ্রষ্টতার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। মানুষ যেন মনে না করে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম মাবুদ ছিলেন। এজন্য তার মৃত্যু আসেনি। কেননা আল্লাহ তাআলার মৃত্যু আসতে পারে না। সুতরাং, এর কারণে অনেকে ভ্রষ্টও হয়েছে। যেমনি পিতা ছাড়া তাঁর জন্মগ্রহণ অনেক লোকের বিচ্যুতির কারণ হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলার এর জবাব দিয়েছেন,

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো।"[৫৪]

অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম যদি পিতাহীন জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাহলে আদম আলাইহিস সালাম-ও পিতাহীন সৃষ্টি হয়েছেন। বরং তিনি পিতামাতাহীন সৃষ্টি হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি আল্লাহ অথবা আল্লাহর ছেলে নন, তাহলে কীভাবে ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর ছেলে হতে পারেন? এমনিভাবে জীবন্ত উত্তোলনেও ভ্রষ্টতা ছড়াতে পারে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

অর্থাৎ, "আমি তোমাকে উত্তোলন করতে যাচ্ছি। কিন্তু পরবর্তীতে তোমারও মৃত্যু হবে।" তিনি শেষ যুগে দাজ্জালকে হত্যা করতে অবতরণ করবেন। এরপর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকবেন পৃথিবীর বুকে। অতঃপর তাঁরও মৃত্যু আসবে।

মোটকথা: বাস্তবতায় مُتَوَفِّيْكَ বিলম্বিত, رَافِعُكَ إِلَيَّ পেশকৃত ছিল। আর বর্ণনার ক্ষেত্রে مُتَوَفِّيْكَ পেশকৃত, رَافِعُكَ إِلَيَّ বিলম্বিত ছিল। কুরআনে কারীমের অন্যত্র এ

---

[৫৪] সূরা আল-ইমরান, ৩ : ৫৯।

রকম আরেকটি জায়গা রয়েছে, বাস্তবতায় যা মুলতবি ছিল কিন্তু আলোচনায় তা উপস্থাপিত হয়েছে। তা হচ্ছে উত্তরাধিকারের আয়াতসমূহ, যেখানে অসিয়তকে উপস্থাপিত আলোচনা করা হয়েছে এবং ঋণকে মুলতবি করা হয়েছে; অথচ অসিয়ত ঋণ থেকে উপস্থাপিত।[৫৫]

কাদিয়ানিরা اِنِّیْ مُتَوَفِّيْكَ দ্বারা যুক্তি প্রদান করে যে, আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামকে মৃত্যু দান করেছেন।—তাদের বক্তব্য অনর্থক এবং স্বয়ং কুরআনের বিপরীত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ

“অথচ তারা (ইহুদিরা) না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে। বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে।”[৫৬]

সুতরাং বোঝা গেল, মহাপ্রলয়ের পূর্বে যে মাসিহ আলাইহিস সালাম আগমন করবেন, তিনিই সেই ব্যক্তি হবেন, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যিনি ছিলেন বনি ইসরাঈলের শেষ নবী।

অতএব, মাসিহ আলাইহিস সালাম নতুন কোনো ব্যক্তি নন। যখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল, তখন কাদিয়ানিদের তৈরিকৃত মহল খৈলানে রূপ নিল।

একটি সংশয়ের সমাধান

মির্জা কাদিয়ানি আশ্চর্যজনক একটি কথা বলে, “চলো! মেনে নিলাম, ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানে জীবিত আছেন এবং কিয়ামাতের পূর্বে পৃথিবীতে আগমন করবেন। কিন্তু এ কথা বলো, তার আগমনের পর নিজস্ব নবুওয়াত বহাল থাকবে নাকি সমাপ্ত হয়ে যাবে?

যদি বলো, তিনি নিজস্ব নবুওয়াতের উপর বহাল থাকবেন, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী হলেন কীভাবে? তাঁর আনীত দ্বীন কিয়ামাত অবধি থাকল কোথায়? আর যদি বলো, তাঁর নবুওয়াত রহিত হয়ে যাবে, তাহলে তো

---

[৫৫] দেখুন: সূরা আন-নিসা, ২য় রুকু।
[৫৬] সূরা আন-নিসা, ৪ : ১৫৭-১৫৮।

তিনি উম্মাত হয়ে অবতরণ করবেন। এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তিনি আসমানে কী পাপ করেছেন, যা তাঁর নবুওয়াত লুণ্ঠন করে নিল?”

সমাধান: ঈসা আলাইহিস সালাম নবুওয়াত বিশেষণের সাথে অবতরণ করবেন, তাঁর থেকে নবুওয়াত লুণ্ঠন করা হবে না। এখন প্রশ্ন বাকি থাকে, ‘তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে শেষ নবী থাকলেন কোথায়?’ এর সমাধান হলো: যখন তিনি আসমান থেকে অবতরণ করবেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শারিয়াতের উপর আমল করবেন। নিজের শারিয়াতের উপর আমল করবেন না।[৫৭]

কেবল ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে কথাটি নির্দিষ্ট নয়, বরং অতীতের নবীদের মধ্য হতে যে কোনো নবী আগমন করলেও তিনি নিজস্ব নবুওয়াতের উপর আমলকারী হবেন না। বরং, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের উপর আমলকারী হবেন। এক জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আজ যদি মূসা আলাইহিস সালামও জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁর জন্যও আমার আনুগত্য ব্যতিরেকে কোনো অবকাশ ছিল না।”[৫৮]

অতএব, ঈসা আলাইহিস সালাম যখন অবতরণ করবেন, তখন তিনিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শারিয়াতের উপর আমল করবেন। যদিও তিনি যদিও নবুওয়াত বিশেষণের সাথে অবতরণ করবেন, কিন্তু যেহেতু শেষ নবীর যুগ চলমান, তাই তিনি শেষ নবীরই শারিয়াত অনুসরণ করবেন।

এর উপমা এরকম, হিন্দুস্তানের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তান গমন করেন। তিনি পাকিস্তান গমনের পরও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান যাওয়ার সময় তিনি পাকিস্তানের আইনকানুনের পাবন্দি করেন। এমনিভাবে ঈসা আলাইহিস সালাম যখন শুভাগমন করবেন, তখন নবুওয়াত বিশেষণের সাথে আগমন করবেন। কিন্তু যেহেতু শেষ নবীর যুগ চলবে, তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শারিয়াতের অনুসারী হবেন।

---

[৫৭] কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পৃথিবী পরিচালনা করবেন, কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের আলোকে নয়। যেমনি কিছু মূর্খরা বলে থাকে।

[৫৮] *মুসনাদু আহমাদ*, ১৪৬৩১; শাইখ শুআইব আরনাউত হানাফি রহিমাহুল্লাহ বলেন, এর সনদ দুর্বল। *মুসনাদু আহমাদ*, ২২/৪৬৮।

যেমন: কোনো প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যখন অন্য প্রদেশে গমন করেন, তখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী বিশেষেণের সাথে গুণান্বিত থাকেন। তবে তিনি দ্বিতীয় প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে থাকেন, সেখানে তার রাজত্ব চলে না। এমনিভাবে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নবুওয়াতের মর্যাদা তো থাকবে, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শারিয়াতের অনুসারী হবেন।

আরেকটি প্রশ্ন

এখানে ছাত্রপনা আরেকটি প্রশ্ন জাগে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম যখন শুভাগমন করবেন, তিনি হানাফি হবেন, না শাফিঈ না মালিকি না হাম্বালি?

উত্তর: তিনি ‘মুজতাহিদে মুতলাক’ হবেন। যেমনি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ রহিমাহুমাল্লাহ প্রমুখ মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন। ঈসা আলাইহিস সালামও এই উম্মাতের মুজতাহিদে মুতলাক হবেন। বইপুস্তকে এর বর্ণনা রয়েছে।[৫৯]

‘আমার পরে কোনো নবী নেই, এ কথা বোলো না’

আরেকটি ছাত্রপনা প্রশ্ন জাগে, এরও জবাব জানা থাকা উচিত। *আদ-দুররুল মানসুর*-এর সূত্রে আবু বকর ইবনু আবি শাইবা রহিমাহুল্লাহ নকল করেছেন। আল্লামা সুয়ুতি রহিমাহুল্লাহ আলোচনা করেছেন আয়াত: خَاتَمَ النَّبِيِّنَ এর অধীনে, কিন্তু তিনি এর সনদ বর্ণনা করেননি।

---

[৫৯] *শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা*-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ *আন-নিবরাস*-এ রয়েছে, শাইখুল ইসলাম হাফিয ইবনু হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: ‘ঈসা আলাইহিস সালাম গবেষণা করবেন, না তাকলিদ করবেন?’ তিনি বললেন, ‘তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাধ্যম ব্যতীত বিধিবিধান গ্রহণ করবেন।’ অতঃপর লেখক শাইখ আবদুল আযীয হিন্দি রহিমাহুল্লাহর একটি ঘটনা আলোচনা করেন, যা ‘খুরাফা’র ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। (মূর্খতার যুগের আজব একটি ঘটনা, যা *আশ-শামায়িল লিত তিরমিযি*-তে রয়েছে।) এরপর তিনি বলেন, ‘তা বিরাট দুর্নাম, আল্লাহর রূহ ও কালিমা আলাইহিস সালাম গবেষকদের স্তর থেকে অধঃপতিত না হওয়ার ব্যাপারে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।’ (*আন-নিবরাস*, পৃ. ৪৪৬।)

রদ্দুল মুহতার-এ বলা হয়েছে, তাঁর (ঈসা আলাইহিস সালাম-এর) জন্য তাকলিদ করা বৈধ নয়। তিনি তো গবেষণা দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। (*রদ্দুল মুহতার*, ১/৪২।)

আমার কাছে *আল-মুসান্নাফ লি ইবনি আবি শাইবা* রয়েছে। আমি এর সনদ অনুসন্ধান করলাম, যাতে বর্ণনাকারী কোন স্তরের তা জানতে পারি। কিন্তু সেখানে বর্ণনাটি পাইনি। আবু বকর ইবনু আবি শাইবা রহিমাহুল্লাহ লিখিত একটি তাফসিরও রয়েছে, সম্ভবত সেখানে বর্ণনাটি বিদ্যমান।

আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বলো। কিন্তু 'লা নাবিয়্যা বা'দা' বোলো না।" কাদিয়ানি বলে, "দেখুন! আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা শেষ নবী বলতে বলেছেন। কিন্তু আমার পরে কোনো নবী নেই, এ কথা বোলো না। বোঝা গেল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরেও নবী আসতে পারেন।" এই বর্ণনা কাদিয়ানিরা এভাবে গ্রহণ করে থাকে।

উত্তর: এর সমাধান হলো: *আদ-দুররুল মানসুর*-এ যেখানে এই বর্ণনা রয়েছে, সেখানে সংযুক্ত আরেকটি বর্ণনাও আছে, যা এর জবাব। আর তা হচ্ছে, মুগিরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মজলিসে এক ব্যক্তি বলল,

صلَّى اللهُ على محمَّدٍ خاتَمِ الأنبياءِ ، لا نبيَّ بَعْدَه

এ কথা শুনে মুগিরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আপনি যখন 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বা 'শেষ নবী' বলেছেন, তাহলে 'তাঁর পরে কোনো নবী নেই' বলার প্রয়োজন ছিল না। কেননা আমাদেরকে বলা হয়েছে, শেষ জামানায় ঈসা আলাইহিস সালাম আসবেন। অতএব, যেহেতু তিনি আসবেন, তাহলে তিনি এক হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগে হবেন। অন্য হিসেবে তাঁর পরেও হবেন।"[৬০]

অর্থাৎ মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈসা আলাইহিস সালাম-এর পুনরায় আগমনের কথা সংরক্ষণের জন্য لا نبيَّ بَعْدَه বলতে নিষেধ করেছেন। এটাই আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসের প্রকৃত অর্থ।

[সমাপ্ত]

---

[৬০] *আদ-দুররুল মানসুর*, ৫/২০৪।